হে বোন

তুমি যদি আল্লাহর হতে!

আলেমা উম্মে হাবিবা রিফায়ী

শায়খ ইলিয়াছ রিফায়ী

বইঃ হে বোন তুমি যদি আল্লাহর হতে!
লেখক: আলেমা উম্মে হাবিবা রিফায়ী
শায়খ ইলিয়াছ রিফায়ী

প্রথম প্রকাশ: ৬/১১/২০২৩

بسم الله الرحمن الرحيم

বোন,

কখনো কি ভেবেছো তুমি তোমার জীবনের গন্তব্য নিয়ে? তোমার জীবনের পরিণাম নিয়ে? কখনো কি ভেবেছো তুমি, কে আমি? কী আমি? কী এই জীবনের পরিণতি? কোথায়, কোন্ সুদূরে গন্তব্য এই জীবনযাত্রার?

হায় কী আফসোস!

এখনো ভাবোনি তুমি, তোমাকে নিয়ে, তোমার জীবনযাত্রার পরিণাম নিয়ে?

দেখো বোন, আল্লাহ তোমাকে মেধা দিয়েছেন। দিয়েছেন বিবেকবুদ্ধি।

সুতরাং তুমি ভাবো, ভাবো এবং ভাবো তোমাকে নিয়ে, তোমার জীবন-সফরের শেষ মানযিল নিয়ে। হাসি-ঠাট্টা আর আনন্দ-বিনোদনের সাগরে জীবনের ভেলা ভাসাবে আর কতো দিন?

সময় কি আসেনি এখনো একটু ভাবার?

হে বোন
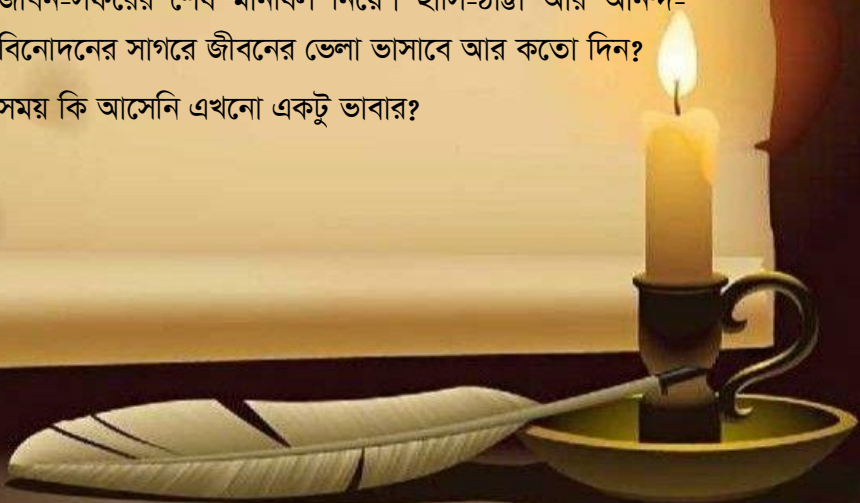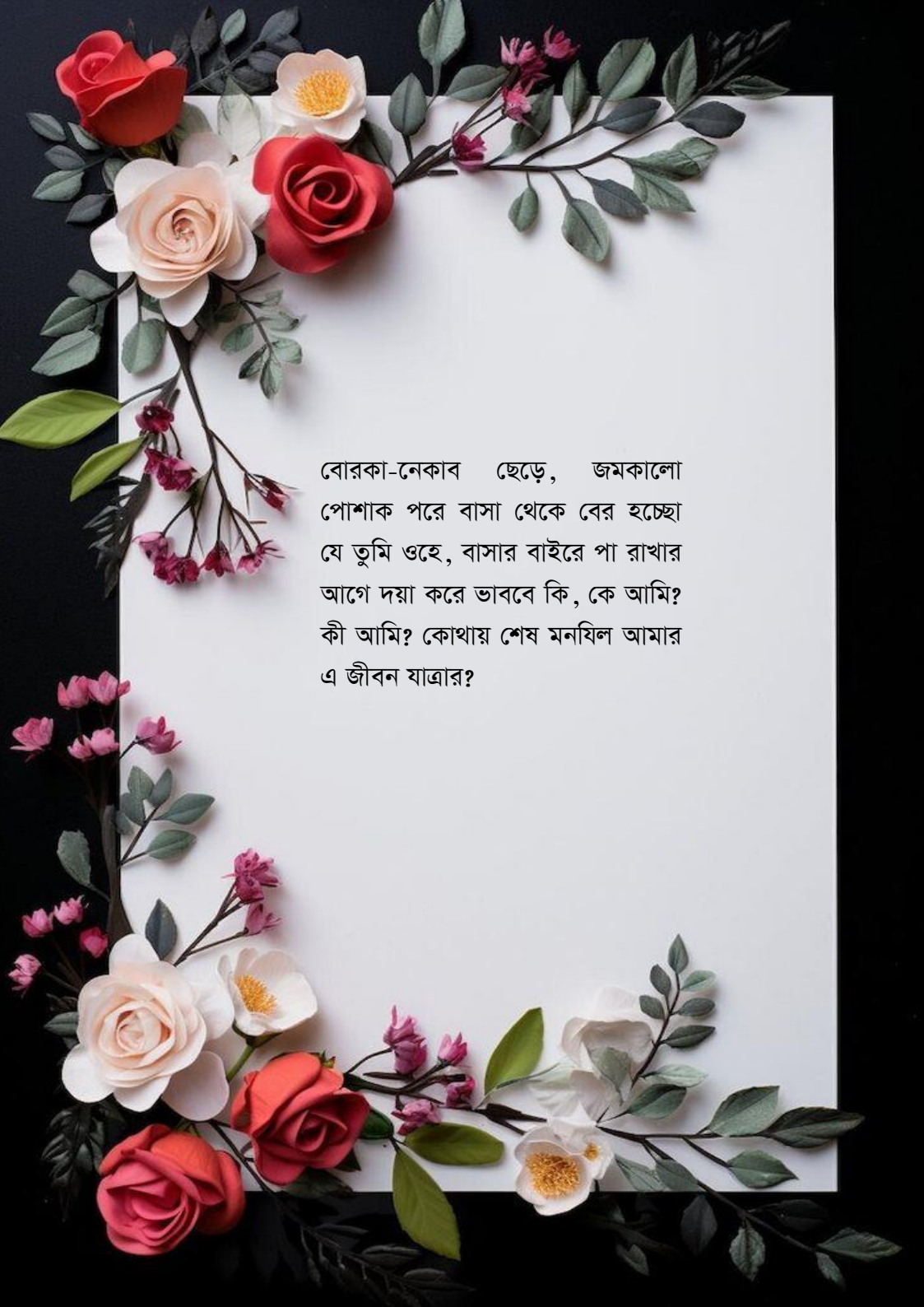
তুমি যদি আল্লাহর হতে!
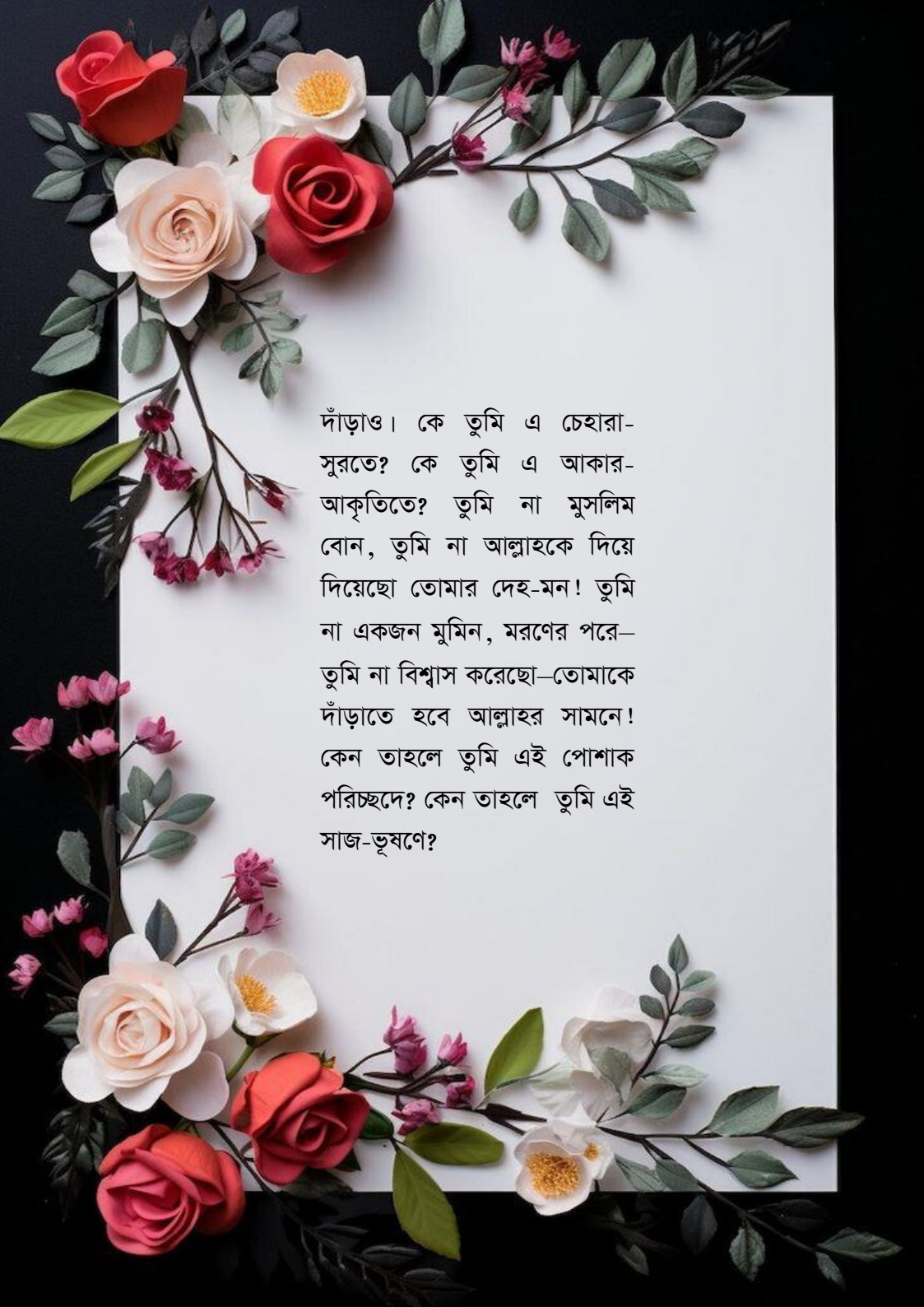
আলেমা উম্মে হাবিবা রিফায়ী

শায়খ ইলিয়াছ রিফায়ী
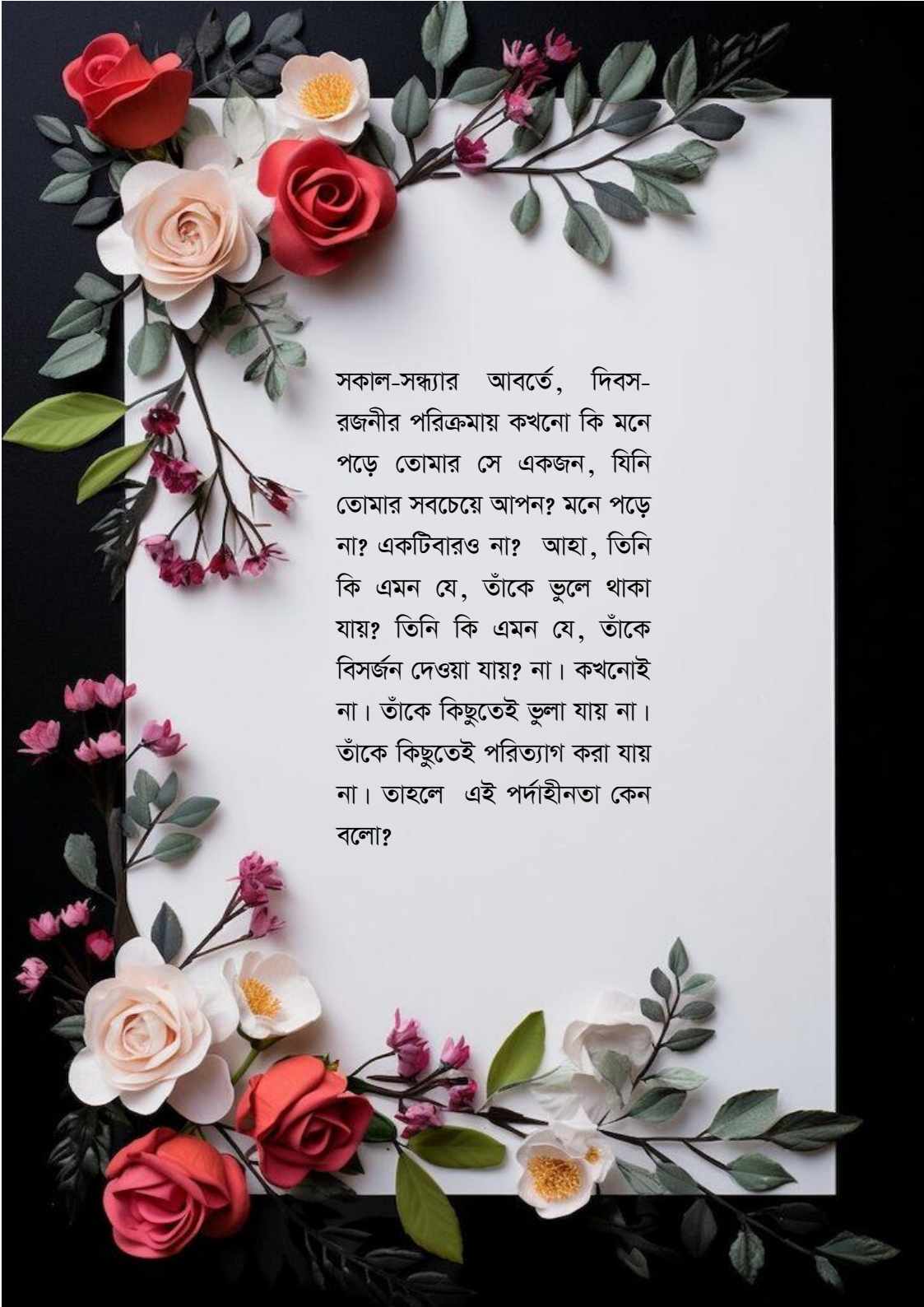
প্রথম অধ্যায়
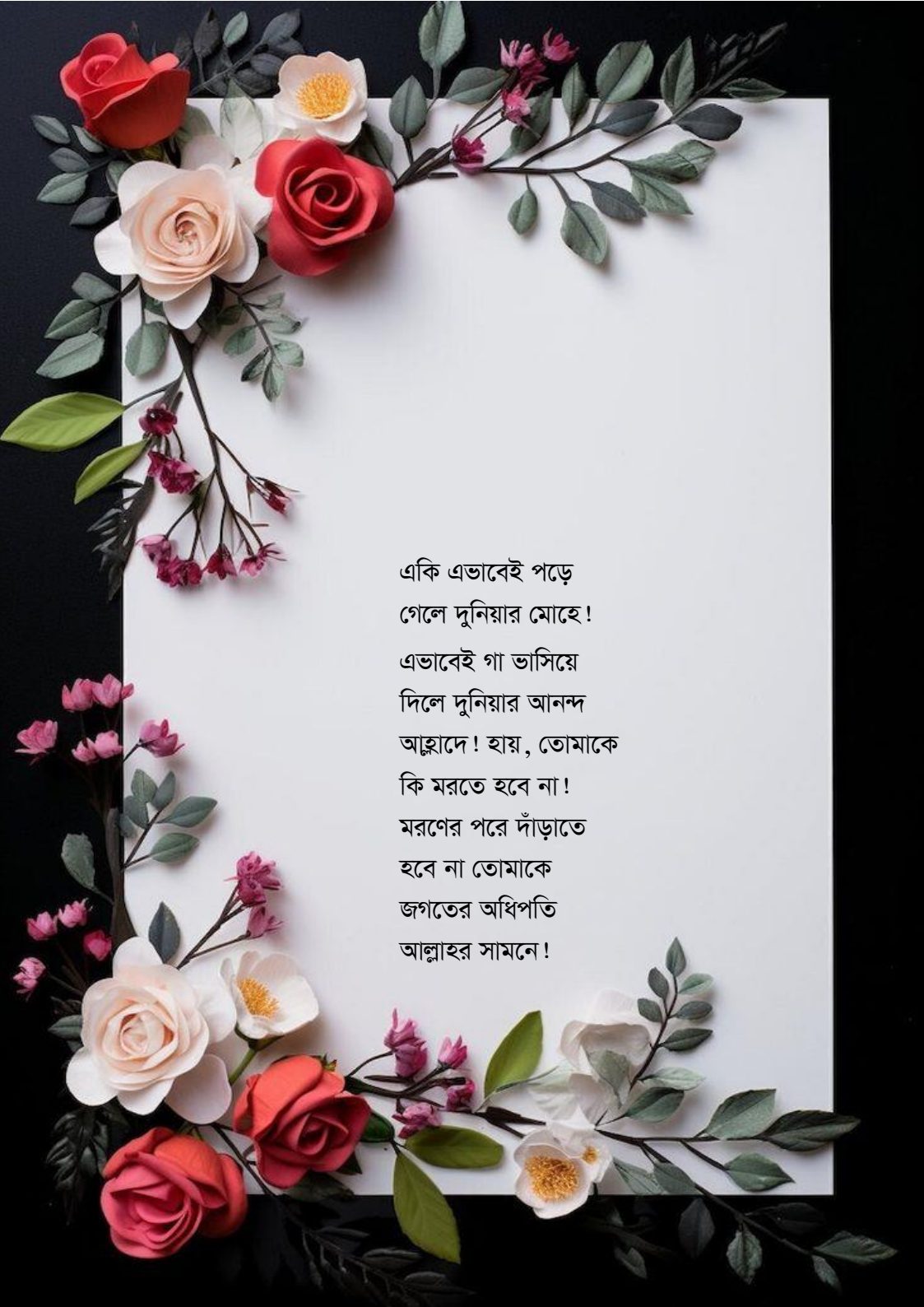
বোরকা-নেকাব ছেড়ে, জমকালো পোশাক পরে বাসা থেকে বের হচ্ছো যে তুমি ওহে, বাসার বাইরে পা রাখার আগে দয়া করে ভাববে কি, কে আমি? কী আমি? কোথায় শেষ মনযিল আমার এ জীবন যাত্রার?
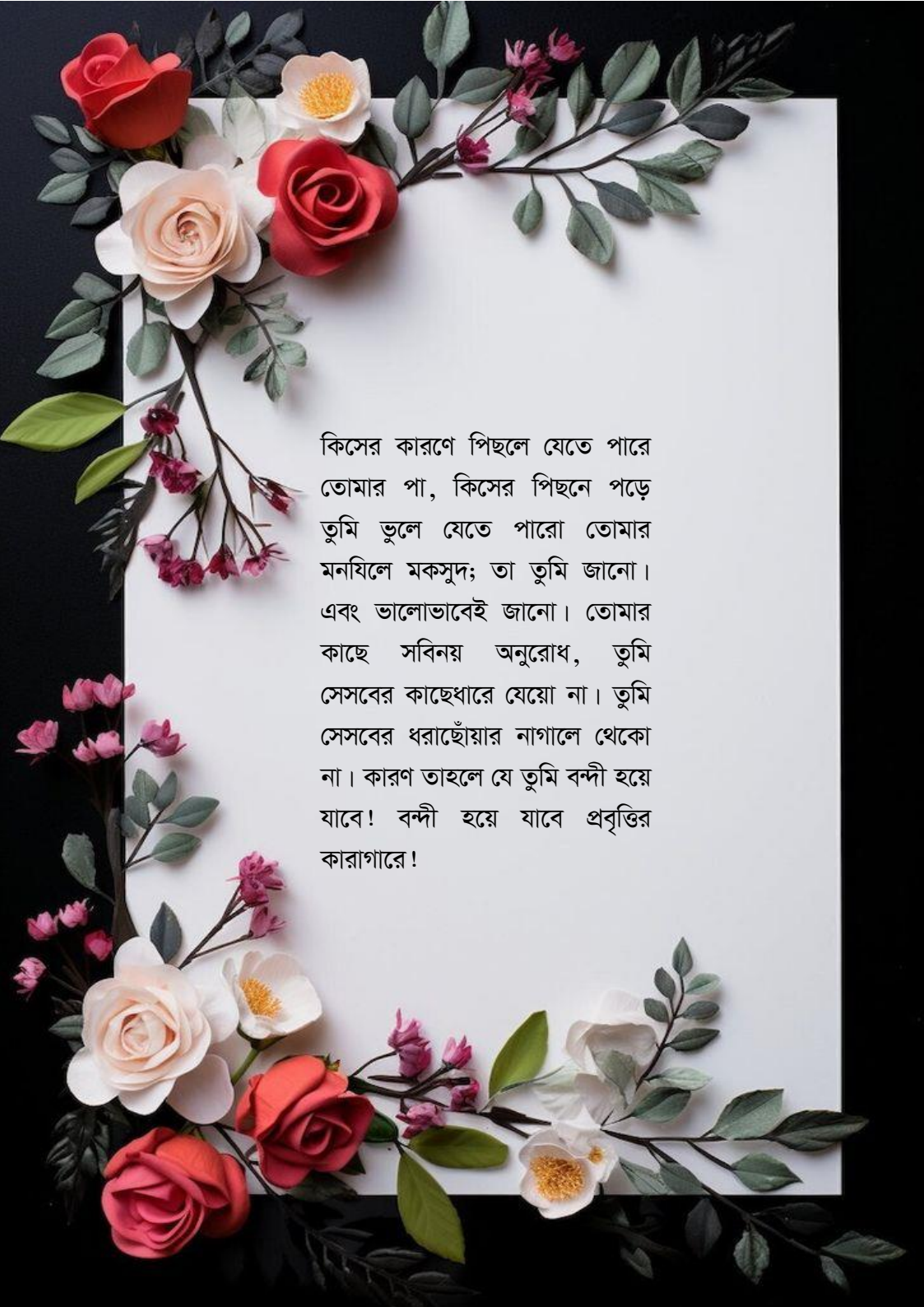
দাঁড়াও। কে তুমি এ চেহারা-সুরতে? কে তুমি এ আকার-আকৃতিতে? তুমি না মুসলিম বোন, তুমি না আল্লাহকে দিয়ে দিয়েছো তোমার দেহ-মন! তুমি না একজন মুমিন, মরণের পরে—তুমি না বিশ্বাস করেছো—তোমাকে দাঁড়াতে হবে আল্লাহর সামনে! কেন তাহলে তুমি এই পোশাক পরিচ্ছদে? কেন তাহলে তুমি এই সাজ-ভূষণে?
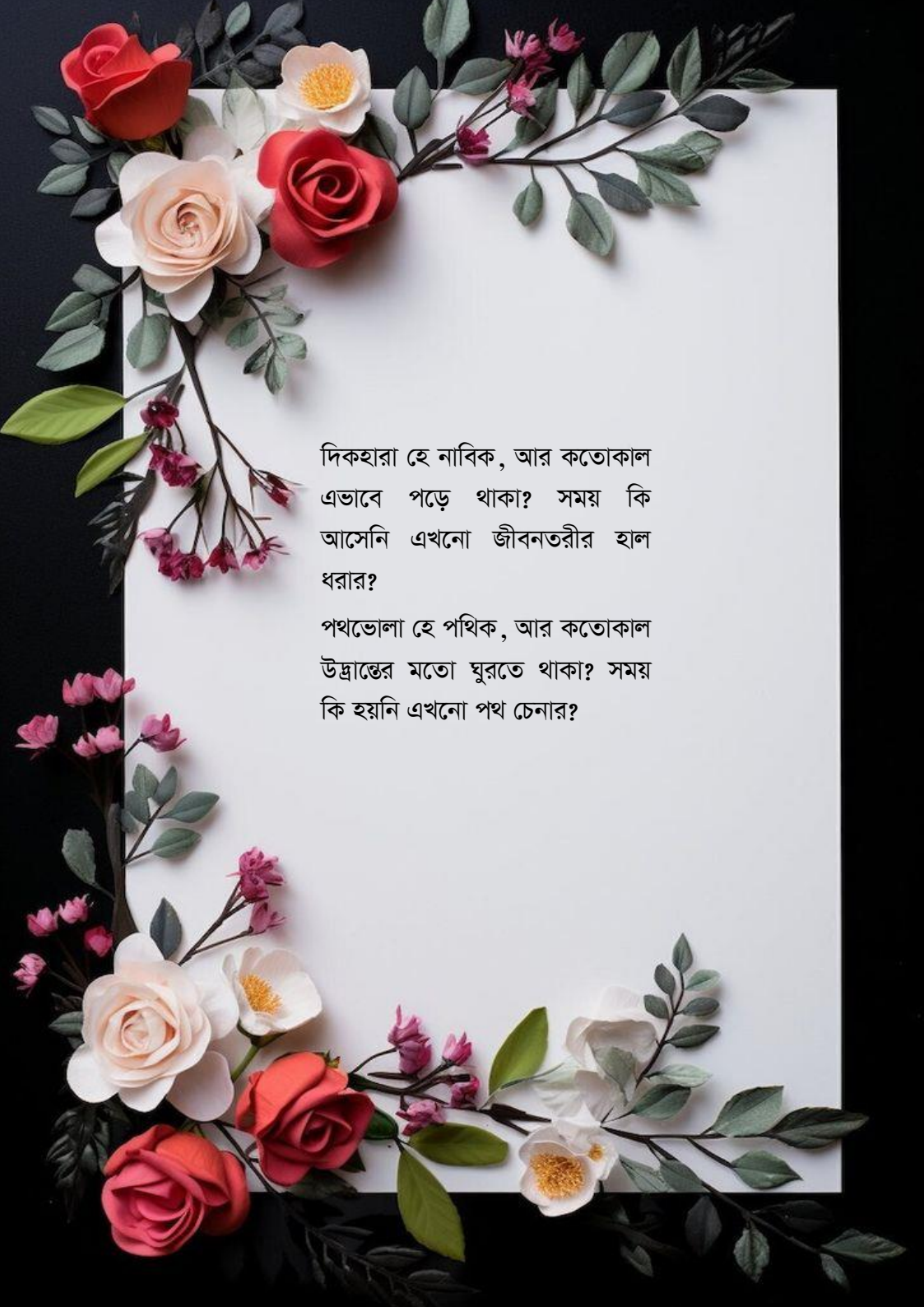
সকাল-সন্ধ্যার আবর্তে, দিবস-রজনীর পরিক্রমায় কখনো কি মনে পড়ে তোমার সে একজন, যিনি তোমার সবচেয়ে আপন? মনে পড়ে না? একটিবারও না? আহা, তিনি কি এমন যে, তাঁকে ভুলে থাকা যায়? তিনি কি এমন যে, তাঁকে বিসর্জন দেওয়া যায়? না। কখনোই না। তাঁকে কিছুতেই ভুলা যায় না। তাঁকে কিছুতেই পরিত্যাগ করা যায় না। তাহলে এই পর্দাহীনতা কেন বলো?

একি এভাবেই পড়ে
গেলে দুনিয়ার মোহে!
এভাবেই গা ভাসিয়ে
দিলে দুনিয়ার আনন্দ
আহ্লাদে! হায়, তোমাকে
কি মরতে হবে না!
মরণের পরে দাঁড়াতে
হবে না তোমাকে
জগতের অধিপতি
আল্লাহর সামনে!
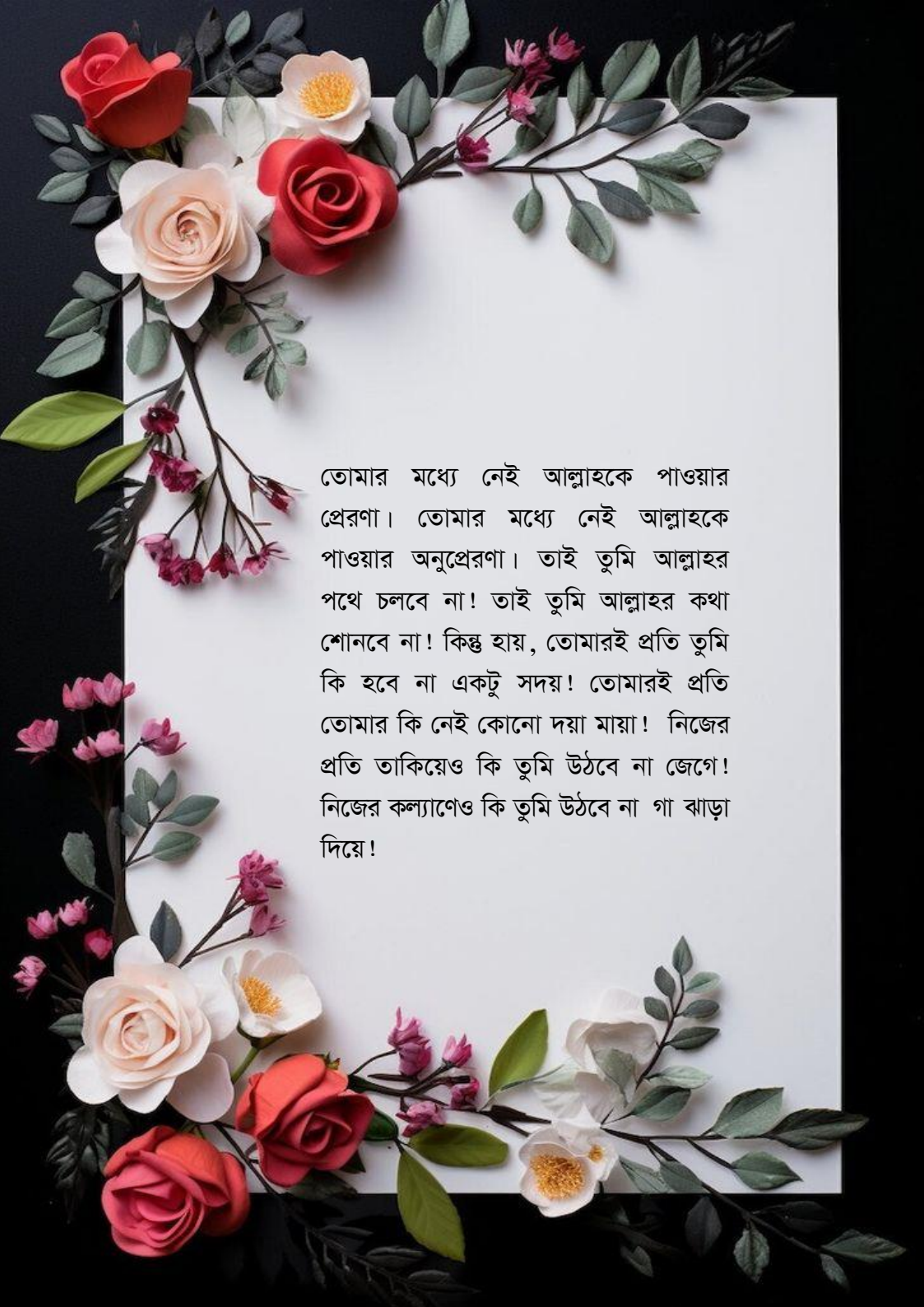
কিসের কারণে পিছলে যেতে পারে তোমার পা, কিসের পিছনে পড়ে তুমি ভুলে যেতে পারো তোমার মনযিলে মকসুদ; তা তুমি জানো। এবং ভালোভাবেই জানো। তোমার কাছে সবিনয় অনুরোধ, তুমি সেসবের কাছেধারে যেয়ো না। তুমি সেসবের ধরাছোঁয়ার নাগালে থেকো না। কারণ তাহলে যে তুমি বন্দী হয়ে যাবে! বন্দী হয়ে যাবে প্রবৃত্তির কারাগারে!

দিকহারা হে নাবিক, আর কতোকাল এভাবে পড়ে থাকা? সময় কি আসেনি এখনো জীবনতরীর হাল ধরার?

পথভোলা হে পথিক, আর কতোকাল উদ্ভ্রান্তের মতো ঘুরতে থাকা? সময় কি হয়নি এখনো পথ চেনার?

তোমার মধ্যে নেই আল্লাহকে পাওয়ার প্রেরণা। তোমার মধ্যে নেই আল্লাহকে পাওয়ার অনুপ্রেরণা। তাই তুমি আল্লাহর পথে চলবে না! তাই তুমি আল্লাহর কথা শোনবে না! কিন্তু হায়, তোমারই প্রতি তুমি কি হবে না একটু সদয়! তোমারই প্রতি তোমার কি নেই কোনো দয়া মায়া! নিজের প্রতি তাকিয়েও কি তুমি উঠবে না জেগে! নিজের কল্যাণেও কি তুমি উঠবে না গা ঝাড়া দিয়ে!
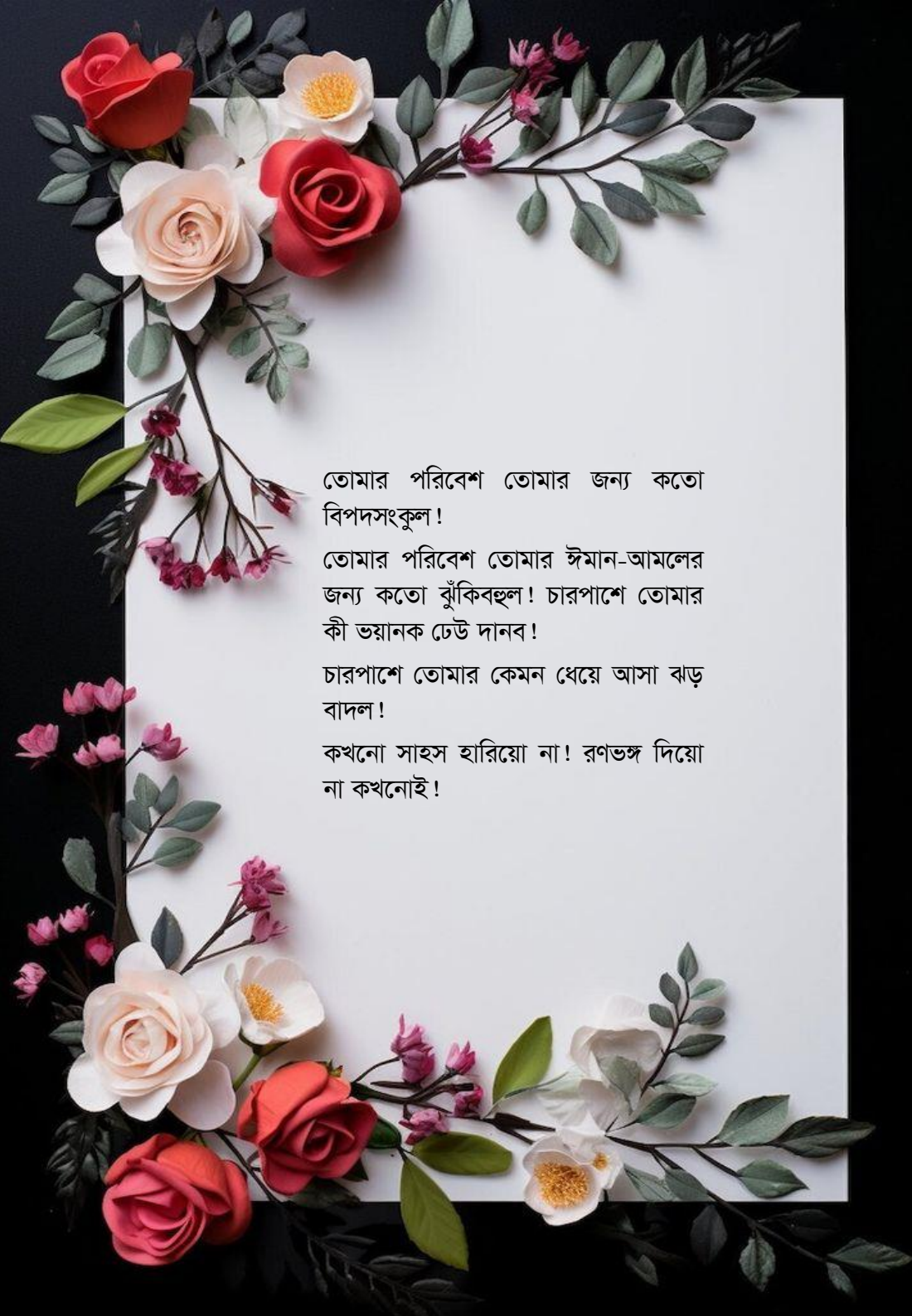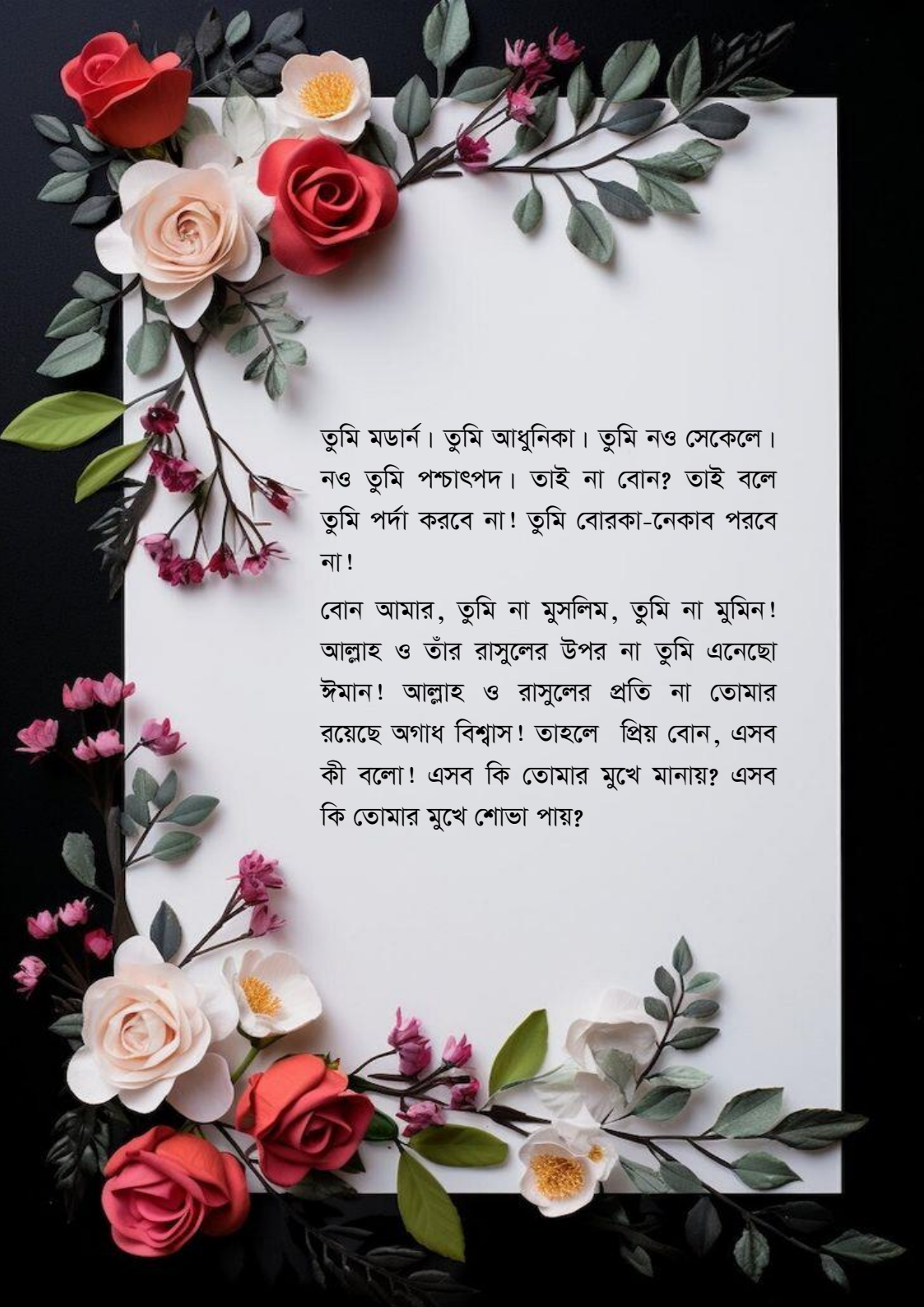
তোমার পরিবেশ তোমার জন্য কতো বিপদসংকুল!

তোমার পরিবেশ তোমার ঈমান-আমলের জন্য কতো ঝুঁকিবহুল! চারপাশে তোমার কী ভয়ানক ঢেউ দানব!
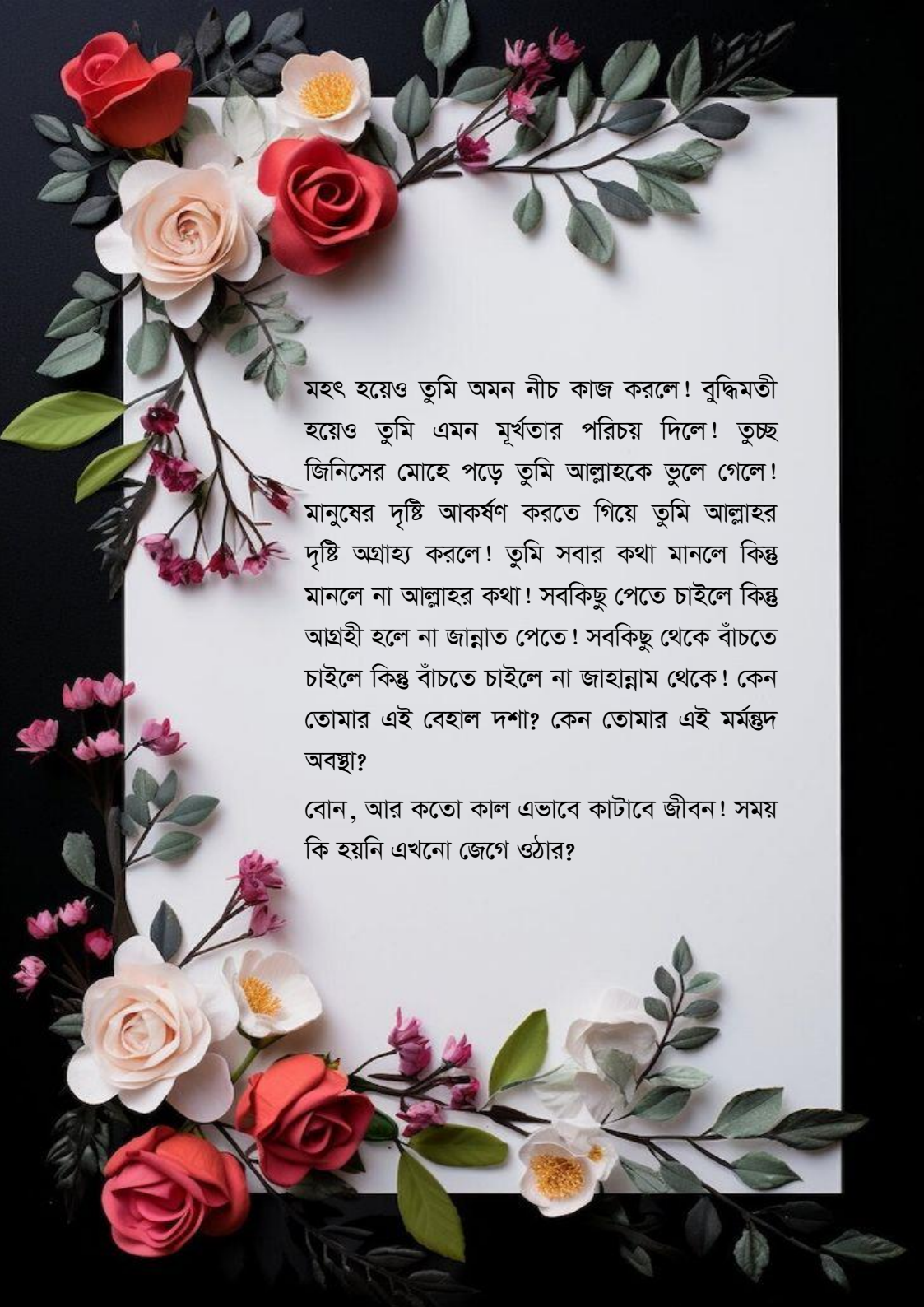
চারপাশে তোমার কেমন ধেয়ে আসা ঝড় বাদল!

কখনো সাহস হারিয়ো না! রণভঙ্গ দিয়ো না কখনোই!
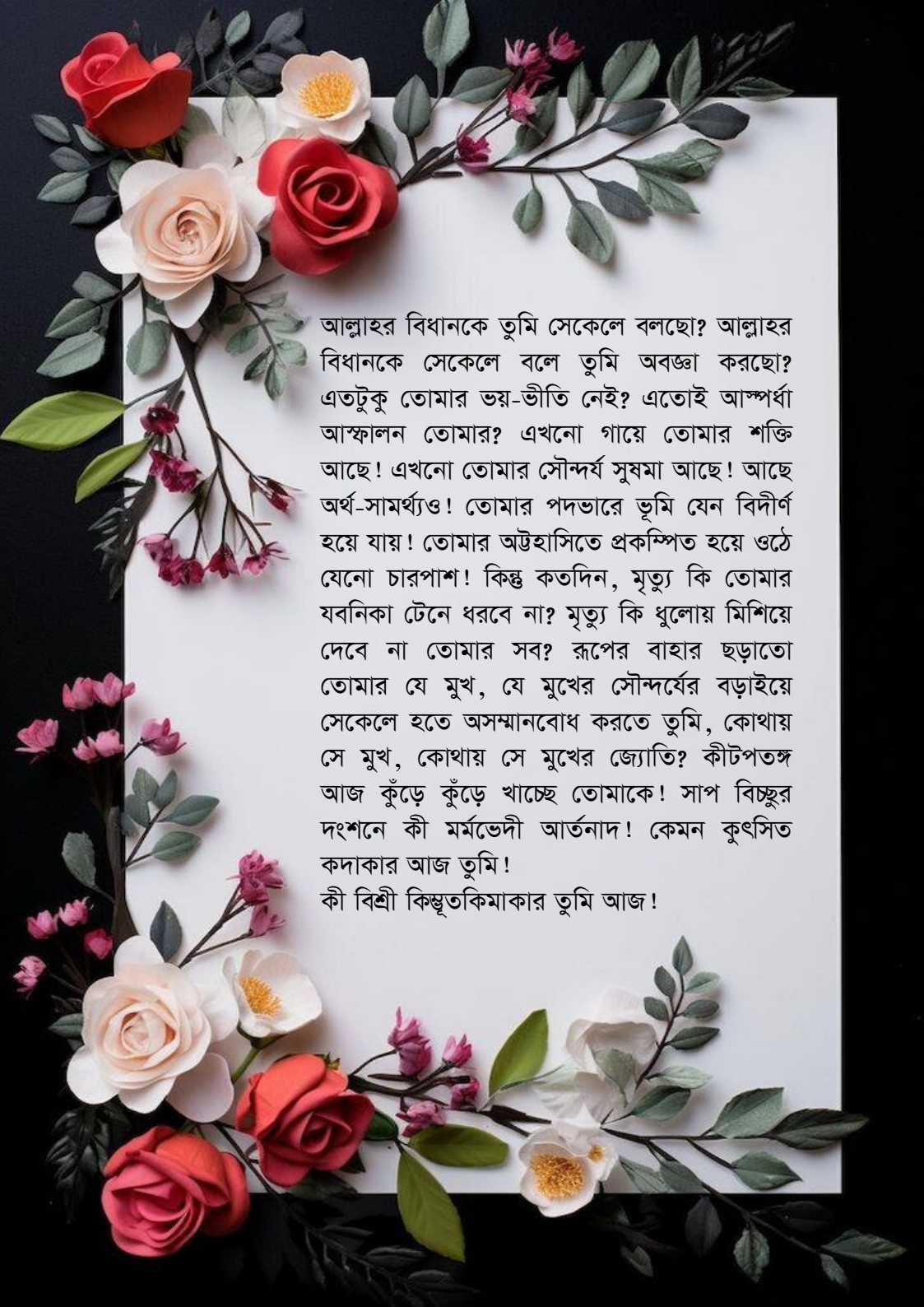
তুমি মডার্ন। তুমি আধুনিকা। তুমি নও সেকেলে। নও তুমি পশ্চাৎপদ। তাই না বোন? তাই বলে তুমি পর্দা করবে না! তুমি বোরকা-নেকাব পরবে না!

বোন আমার, তুমি না মুসলিম, তুমি না মুমিন! আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের উপর না তুমি এনেছো ঈমান! আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি না তোমার রয়েছে অগাধ বিশ্বাস! তাহলে প্রিয় বোন, এসব কী বলো! এসব কি তোমার মুখে মানায়? এসব কি তোমার মুখে শোভা পায়?

মহৎ হয়েও তুমি অমন নীচ কাজ করলে! বুদ্ধিমতী হয়েও তুমি এমন মূর্খতার পরিচয় দিলে! তুচ্ছ জিনিসের মোহে পড়ে তুমি আল্লাহকে ভুলে গেলে! মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে তুমি আল্লাহর দৃষ্টি অগ্রাহ্য করলে! তুমি সবার কথা মানলে কিন্তু মানলে না আল্লাহর কথা! সবকিছু পেতে চাইলে কিন্তু আগ্রহী হলে না জান্নাত পেতে! সবকিছু থেকে বাঁচতে চাইলে কিন্তু বাঁচতে চাইলে না জাহান্নাম থেকে! কেন তোমার এই বেহাল দশা? কেন তোমার এই মর্মন্তুদ অবস্থা?

বোন, আর কতো কাল এভাবে কাটাবে জীবন! সময় কি হয়নি এখনো জেগে ওঠার?

আল্লাহর বিধানকে তুমি সেকেলে বলছো? আল্লাহর বিধানকে সেকেলে বলে তুমি অবজ্ঞা করছো? এতটুকু তোমার ভয়-ভীতি নেই? এতোই আস্পর্ধা আস্ফালন তোমার? এখনো গায়ে তোমার শক্তি আছে! এখনো তোমার সৌন্দর্য সুষমা আছে! আছে অর্থ-সামর্থ্যও! তোমার পদভারে ভূমি যেন বিদীর্ণ হয়ে যায়! তোমার অট্টহাসিতে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে যেনো চারপাশ! কিন্তু কতদিন, মৃত্যু কি তোমার যবনিকা টেনে ধরবে না? মৃত্যু কি ধুলোয় মিশিয়ে দেবে না তোমার সব? রূপের বাহার ছড়াতো তোমার যে মুখ, যে মুখের সৌন্দর্যের বড়াইয়ে সেকেলে হতে অসম্মানবোধ করতে তুমি, কোথায় সে মুখ, কোথায় সে মুখের জ্যোতি? কীটপতঙ্গ আজ কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে তোমাকে! সাপ বিচ্ছুর দংশনে কী মর্মভেদী আর্তনাদ! কেমন কুৎসিত কদাকার আজ তুমি!

কী বিশ্রী কিম্ভূতকিমাকার তুমি আজ!

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রিয় বোন,
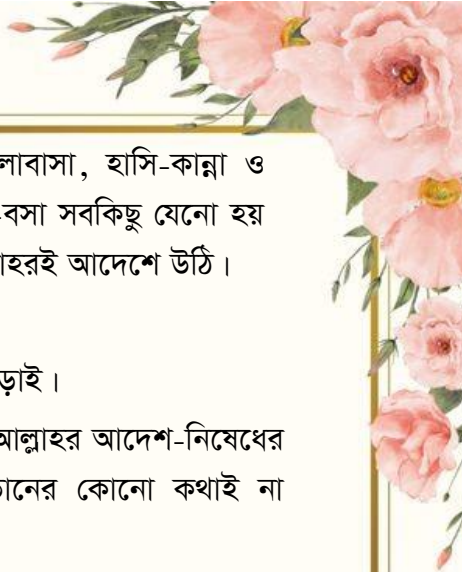
কখনো কি তুমি দেখোনি রাতের আকাশে তারার মেলা? কখনো কি তুমি উপভোগ করোনি পূর্ণিমা রাতে চাঁদের মিষ্টি জোছনা? ফুলের সৌরভে কখনো কি তুমি আমোদিত হওনি? আহ্লাদিত কি হওনি কখনো জোনাকির ঝিকিমিকি দেখে?

দেখো হে বোন, কুহুকুহু ডাক তুলে উড়ে যায় যে পাখি, ছলছল কলতান তুলে বয়ে যায় যে নদী, রাতের আকাশে ঝিলিমিলি করে যে তারা, রাতের আঁধারে ঝিকিমিকি করে যে জোনাকি, অনর্থকই কি এসবের সৃষ্টি? নিরর্থকই কি সৃষ্টি করেছেন এসব আল্লাহ! হায়, জীবন কি তাহলে হতো এত সুন্দর! আল্লাহর স্মরণ কি তাহলে হতো এত মধুর?

আসলে, পৃথিবীর সবকিছু আমাদের মাবুদ সৃষ্টি করেছেন আমাদের জীবন সুখী ও সচল রাখতে। তাঁকে চিনতে। তাঁর পথে চলার প্রেরণা পেতে। তাহলে যে তুমি গড়নে-গঠনে, আকার-আকৃতিতে, দেহ-অবয়বে ও বোধ-বুদ্ধিতে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ, সে তোমার সৃষ্টির পেছনে কি নেই আল্লাহর কোনো উদ্দেশ্য?

কী সে উদ্দেশ্য জানো? তুমি তোমরা, আমি আমরা সকলেই আল্লাহর হয়ে থাকি; এই লক্ষ্যেই সকলকে সৃষ্টি করেছেন মাবুদ আল্লাহ। যেখানেই থাকি যেভাবেই থাকি আমরা আল্লাহকে যেনো স্মরণ রাখি। আল্লাহর নির্দেশনা যেনো মেনে চলি।

মাবুদ আমাদের থেকে এটাই চান।

আমাদের মেলামেশা ও ঘৃণা-ভালোবাসা, হাসি-কান্না ও আনন্দ-বেদনা, হাঁটা-চলা ও ওঠা-বসা সবকিছু যেনো হয় আল্লাহর জন্য। আমরা যেনো আল্লাহরই আদেশে উঠি।

আবার আল্লাহরই আদেশে বসি।
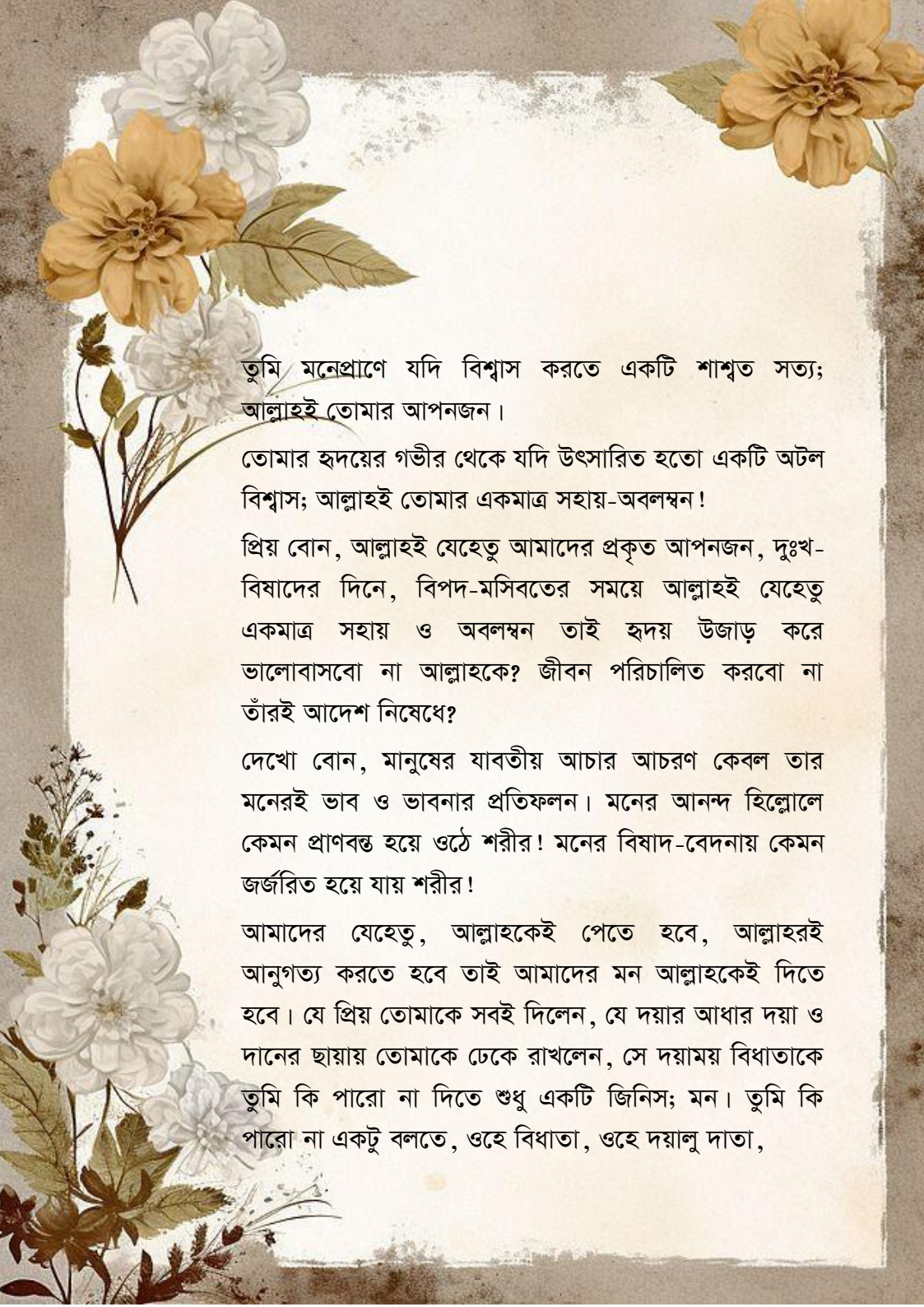
আমরা যেনো আল্লাহরই আদেশে হাত বাড়াই।

আবার আল্লাহরই আদেশে হাত গুটাই। আল্লাহর আদেশ-নিষেধের বিপরীতে আমরা যেনো নফস ও শয়তানের কোনো কথাই না মানি।

আল্লাহর পথনির্দেশনার বিপরীতে কোনো মতবাদ যেনো আমরা বিশ্বাস না করি। এজন্যই আমাদের সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ। এভাবে চললে আমরা আল্লাহকে পাবো। আল্লাহকে পেয়ে গেলে আর কী দরকার বলো? আল্লাহকে যে পেলো, সে তো সবকিছুই পেলো। আর আল্লাহকে যে পায়নি, সে তো সর্বকূলহারা। পথের ভিখারি।

আল্লাহকে যে পেলো, সুখ-শান্তি ও আনন্দ-আহ্লাদের সবকিছুই সে পেলো। যে সুখের পর নেই কোনো দুঃখ-যাতনা। যে আনন্দের পর নেই কোনো বিষাদ-বেদনা। চির শান্তির বাগিচায় নীড় বাঁধতে চাও কি, অবগাহন করতে চাও কি অন্তহীন আনন্দের সরোবরে, তাহলে এসো। আল্লাহর পথে এসো। আল্লাহকে পাওয়ার সাধনায় আত্মনিয়োগ করো।

তুমি মনেপ্রাণে যদি বিশ্বাস করতে একটি শাশ্বত সত্য; আল্লাহই তোমার আপনজন।

তোমার হৃদয়ের গভীর থেকে যদি উৎসারিত হতো একটি অটল বিশ্বাস; আল্লাহই তোমার একমাত্র সহায়-অবলম্বন!

প্রিয় বোন, আল্লাহই যেহেতু আমাদের প্রকৃত আপনজন, দুঃখ-বিষাদের দিনে, বিপদ-মসিবতের সময়ে আল্লাহই যেহেতু একমাত্র সহায় ও অবলম্বন তাই হৃদয় উজাড় করে ভালোবাসবো না আল্লাহকে? জীবন পরিচালিত করবো না তাঁরই আদেশ নিষেধে?

দেখো বোন, মানুষের যাবতীয় আচার আচরণ কেবল তার মনেরই ভাব ও ভাবনার প্রতিফলন। মনের আনন্দ হিল্লোলে কেমন প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে শরীর! মনের বিষাদ-বেদনায় কেমন জর্জরিত হয়ে যায় শরীর!

আমাদের যেহেতু, আল্লাহকেই পেতে হবে, আল্লাহরই আনুগত্য করতে হবে তাই আমাদের মন আল্লাহকেই দিতে হবে। যে প্রিয় তোমাকে সবই দিলেন, যে দয়ার আধার দয়া ও দানের ছায়ায় তোমাকে ঢেকে রাখলেন, সে দয়াময় বিধাতাকে তুমি কি পারো না দিতে শুধু একটি জিনিস; মন। তুমি কি পারো না একটু বলতে, ওহে বিধাতা, ওহে দয়ালু দাতা,

তোমাকেই দিলাম আমি আমার মন। ওহে প্রভু, তোমার জন্য, শুধু তোমার জন্য সাজিয়েছি আমি আমার হৃদয় সিংহাসন।

প্রিয় বোন, এই মন আর কাকে দেওয়া যাবে? এই মন কি শয়তানকে দেওয়া যাবে? যাবে না। এই মন কি নফস ও প্রবৃত্তিকে দেওয়া যাবে? যাবে না। এই মন কি মানুষকে দেওয়া যাবে? যাবে না।

এই মন আল্লাহ ছাড়া কাউকে দেওয়া যাবে না। কাউকে না।

*****

প্রিয় বোন, দুনিয়ার জীবন কদিনের বলো? কদিন থাকতে পারবে নশ্বর এই পৃথিবীতে? হর্ষ-উল্লাস, আনন্দ-আহ্লাদের সাগরে জীবনের ভেলা ভাসাবে আর কতদিন? মৃত্যু কি তোমার এই জীবনের অবসান ঘটাবে না? মৃত্যু কি তোমার সুখ-শান্তি নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে না? এরপর তোমার কী হবে? হায়, এরপর তোমার কী হাল হবে? মৃত্যুর পর আসবে চিরন্তন ও অবিনশ্বর জীবন। অবশ্যই আসবে এক অন্তহীন জীবন। সে জীবনের ব্যাপারে কিছু ভেবেছো কি? কীভাবে কাটাবে সে সময়ের দিন, মাস ও বছর? ভেবেছো কি কখনো?

পাপী হলে সাজা শাস্তির শেষ নেই। পুণ্যবান হলে শান্তি সুখেরও নেই শেষ। দাউ দাউকরা আগুনে জ্বলেপুড়ে হাহাকার করতে চাও নাকি শান্তি সুখের উদ্যানে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতে চাও? শান্তি সুখেই থাকতে চাইবে। আনন্দ আহ্লাদেই কাটাতে চাইবে সেদিনের সময়।

তাহলে এসো। আল্লাহকে আগে গ্রহণ করো। আল্লাহকে আগে বরণ করো। আল্লাহকে গ্রহণ করা ছাড়া ওপারের জীবনে শান্তি-সুখের আশা করা শুধু যে অলসের দিবাস্বপ্ন! সুতরাং ওহে বোন আমার, এসো। জান কোরবান করে দিই আল্লাহর রাহে। প্রাণ উৎসর্গ করে দিই আল্লাহর পথে।

প্রিয় বোন, পর্দাই যদি না করো, বোরকা-নেকাবই যদি না পরো, তাহলে আল্লাহকে বরণ করবে কীভাবে? আল্লাহকে মন উজাড় করে ভালোবাসবে কীভাবে?

প্রিয় বোন, পর্দা না করার মানে তুমি আল্লাহর গোলাম নও, শয়তানের গোলাম। আল্লাহর দাসী নও, প্রবৃত্তির দাসী। হায়, আল্লাহর মাখলুক হয়ে তুমি শয়তানের গোলামি করছো!

মাখলুক হলে আল্লাহ মাবুদের আর গোলামী করছো শয়তান মরদুদের!

তুমি সৃষ্টি হলে আল্লাহর, আর দাসত্ব করছো নফস-হাওয়ার, প্রবৃত্তি ও মনোবাসনার!
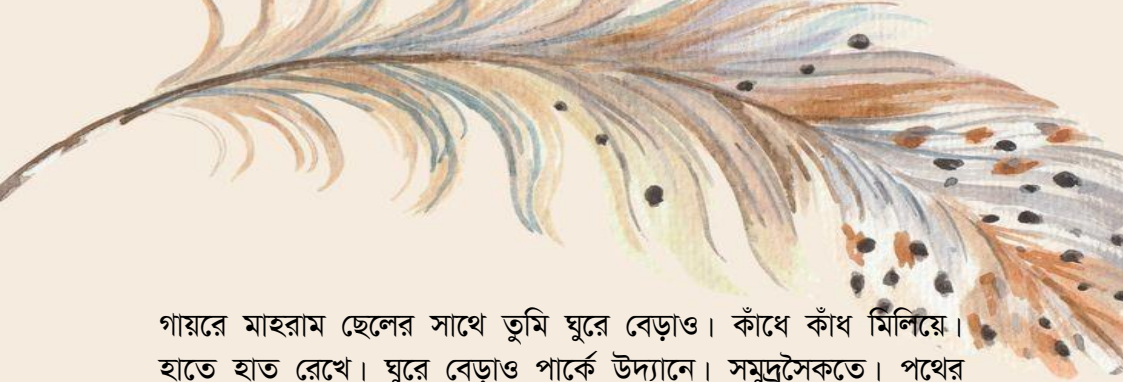
কেন তুমি এমন হলে?

*****

আল্লাহর বিধানকে তুমি সেকেলে বলছো? আল্লাহর বিধানকে সেকেলে বলে তুমি অবজ্ঞা করছো? এতটুকু তোমার ভয়-ভীতি নেই? এতোই আস্পর্ধা আস্ফালন তোমার? এখনো গায়ে তোমার শক্তি আছে! এখনো তোমার সৌন্দর্য সুষমা আছে! আছে অর্থ-সামর্থ্যও! তোমার পদভারে ভূমি যেন বিদীর্ণ হয়ে যায়! তোমার অট্টহাসিতে প্রকম্পিত হয়ে ওঠে যেনো চারপাশ! কিন্তু কতদিন, মৃত্যু কি তোমার যবনিকা টেনে ধরবে না? মৃত্যু কি ধুলোয় মিশিয়ে দেবে না তোমার সব? রূপের বাহার ছড়াতো তোমার যে মুখ, যে মুখের সৌন্দর্যের বড়াইয়ে সেকেলে হতে অসম্মানবোধ করতে তুমি, কোথায় সে মুখ, কোথায় সে মুখের জ্যোতি? কীটপতঙ্গ আজ কুঁড়ে কুঁড়ে খাচ্ছে তোমাকে! সাপ বিচ্ছুর দংশনে কী মর্মভেদী আর্তনাদ! কেমন কুৎসিত কদাকার আজ তুমি!

কী বিশ্রী কিম্ভূতকিমাকার তুমি আজ!

গায়রে মাহরাম ছেলের সাথে তুমি ঘুরে বেড়াও। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে। হাতে হাত রেখে। ঘুরে বেড়াও পার্কে উদ্যানে। সমুদ্রসৈকতে। পথের ধারে।

কী হৃদয়বিদারক এ দৃশ্য! কী লোমহর্ষক এ চিত্র! আল্লাহর সৃষ্টি হয়ে, আল্লাহর রাজ্যে থেকে, আল্লাহর দয়া ও দানে জীবনধারণ করে, আল্লাহর চোখের সামনেই তোমার এ পাপাচার! আল্লাহ থেকে তুমি এমন নির্ভয়! আল্লাহর আযাব গযব থেকে তুমি এমন নিশ্চিন্ত!
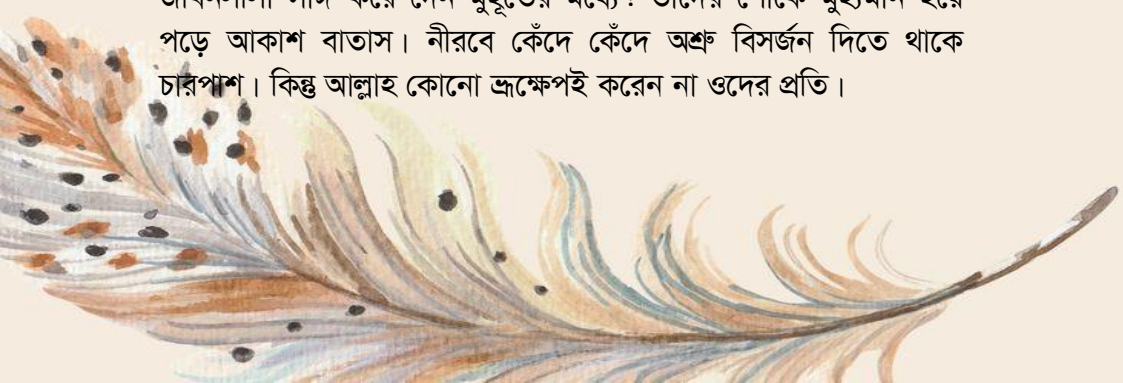
আসলে, তুমি আল্লাহকে চেনোনি।

তুমি ভাবতেও পারবে না অপরাধীর ক্ষেত্রে তিনি কেমন কঠিন থেকে কঠিনতর হতে পারেন। তুমি কল্পনাও করতে পারবে না পাপাচারীর ক্ষেত্রে তিনি কেমন কঠোর থেকে কঠোরতর হতে পারেন। অপরাধী হাজার বছর ধরে আর্তনাদ করতে থাকবে।

তার সে আর্তনাদে ফেটে যেতে পারে আকাশ।

বিদীর্ণ হয়ে যেতে পারে ভূমি। পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে বাতাসের গতি। উথাল পাথাল হয়ে যেতে পারে সাগর মহাসাগরের জলরাশি। কিন্তু আল্লাহ থাকবেন স্বমহিমায় সমাসীন। এতটুকু পরিবর্তন তুমি দেখবে না তাঁর পবিত্র সত্তায়।

তুমি কি দেখো না ভূমিকম্পে, ঘূর্ণিঝড়ে ও জলোচ্ছ্বাসে জনপদের পর জনপদ কিভাবে মিশিয়ে দেন মাটির সাথে! হাজার হাজার মানুষের জীবনলীলা সাঙ্গ করে দেন মুহূর্তের মধ্যে! তাদের শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে আকাশ বাতাস। নীরবে কেঁদে কেঁদে অশ্রু বিসর্জন দিতে থাকে চারপাশ। কিন্তু আল্লাহ কোনো ভ্রূক্ষেপই করেন না ওদের প্রতি।

তেমনিভাবে, তুমিও যদি করে থাকো পাপ, পাপসাগরকেই মনে করো সুখের সাগর, পাপসাগরেই ভাসাতে থাকো জীবনের ভেলা তাহলে আল্লাহ না করুন তোমার কপালে আছে চরম দুর্ভোগ। 'আর অবিশ্বাসীদের পরানো হবে আগুনের কাপড়, তাদের মাথায় ঢালা হবে উত্তপ্ত পানি, ফলে তাদের শরীরের চামড়া গলে গলে পড়তে থাকবে, উপরন্তু তাদের প্রহার করা হবে লোহার হাতুড়ি দিয়ে।'

কেমন বিভীষিকাময় শাস্তি! অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে না তোমার? ভয়ে দুকদুক করে ওঠে না তোমার বুক?

দেখো, দুনিয়াতে হয়তোবা আল্লাহ ঢিল দিতে থাকবেন। যাবে? যাও। দেখি, কতো দূর যেতে পারো। জীবনলীলা সাঙ্গ করে অবশেষে ফিরে আসতে হবে আমারই কাছে। আল্লাহর সামনে তখন তোমার কী জবাব থাকবে? অনুশোচনা অনুতাপ, আক্ষেপ হায়হুতাশ কিছুই যে তোমার কাজে আসবে না সেদিন! আর ঐ যুবক যার পাতানো জালে আটকা পড়ে তোমার এই মর্মন্তুদ অবস্থা, সে হাজারো কসম খেয়ে বলবে, না। আমি কাউকে চিনি না। দুনিয়াতে কেউ ছিলো না আমার! এখনো তুমি বুঝলে না! এখনো তোমার বোধোদয় হলো না!
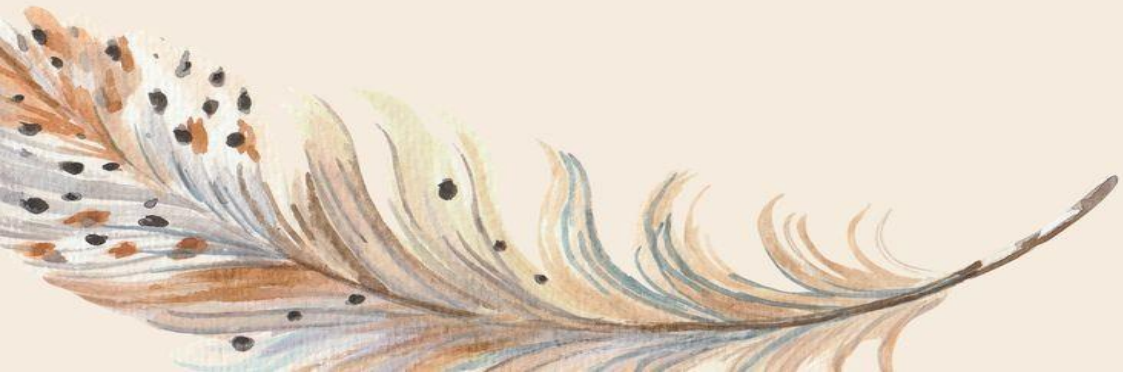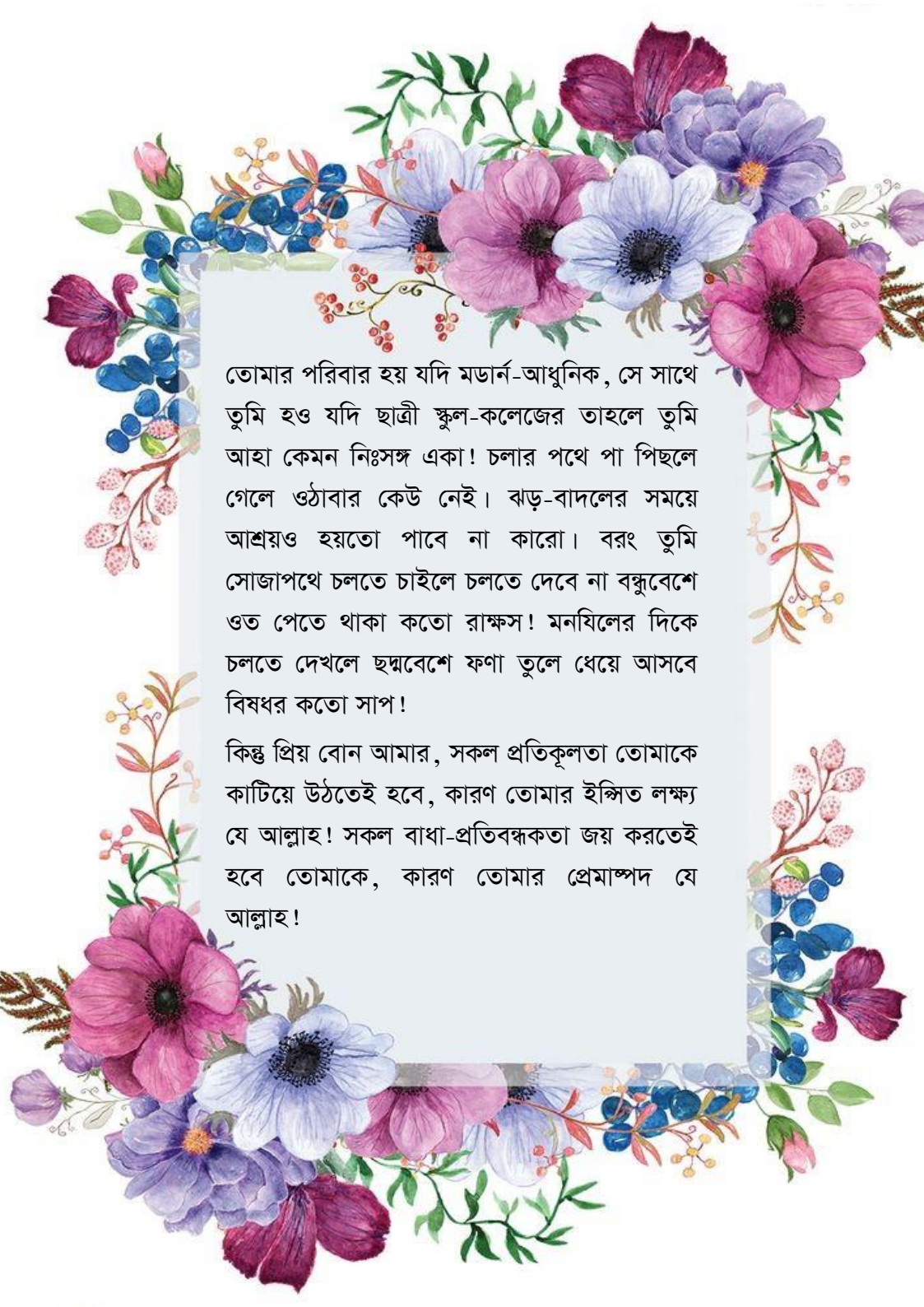
বোন, পর্দা করতে মন চায় না! আল্লাহর পথে চলতে চায় না মন! বেপর্দায় চলতে মন চায়! হাস্যরসে জীবন কাটাতে চায় মন! বোন, মন কতো কিছু চাইবে আর কতো কিছু চাইবে না মন! কিন্তু বোন, মনের কামনা-বাসনার জন্যই কি তোমার এ জীবন? মনের আশা প্রত্যাশার জন্যই কি তোমার এ জীবন?

মন যেদিকেই চাইবে, সেদিকেই ভাসাবে জীবনতরী? মন যেভাবেই চাইবে, সেভাবেই ভাসাবে জীবনের ভেলা? মনের চাওয়া পাওয়ার জন্য আল্লাহকে ছেড়ে দেওয়া! আল্লাহকে ভুলে যাওয়া! সামান্য মনস্কামনার জন্য আল্লাহকে বিসর্জন দেওয়া! আল্লাহকে পরিত্যাগ করা! তুমি মনের গোলাম হয়ো না। দেখো, তাহলে কিন্তু দুঃখ-দুর্দশার অন্ত থাকবে না। মনকে বরং পরিণত করো তোমার গোলামে। তাহলেই সফলতা পদচুম্বন করবে তোমার। মনকে নিয়ন্ত্রণ করো শুরু থেকেই। জানি বড়ই কঠিন এ মনের নিয়ন্ত্রণ। ধৈর্যের বাঁধ যেনো ভেঙে যায়! নিয়ন্ত্রণ শক্তি যেনো হারিয়ে যায়! কিন্তু হায়, আমাকে যে এ জীবনযুদ্ধে জয়ী হতেই হবে! আমাকে যে বিজয়ের পতাকা ছিনিয়ে আনতেই হবে! এ ছাড়া যে নেই কোনো উপায়!

আচ্ছা, বলো তো তুমি যদি হতে কুৎসিত কদাকার, তুমি যদি হতে কিম্ভূতকিমাকার তাহলে কেউ কি তোমাকে ডাকতো হাতছানি দিয়ে? তাহলে কেউ কি তোমাকে ভালোবাসতো হৃদয়ের সুরভি মেখে? তাহলে কেউ কি প্রতীক্ষার প্রহর গুনতো শুধু তোমাকে একটু দেখতে, শুধু তোমার সঙ্গে একটু আলাপ করতে? বলো। বলো তোমার রবের নামে শপথ করে। চুপ করে কেনো? শোনো, ওরা তখন তোমার প্রতি ফিরেও তাকাতো না। ওরা তখন কোনো পাত্তাই দিতো না তোমাকে। হাজারবার ডাকলেও ওরা কান দিতো না তোমার কথায়।

প্রিয় বোন, তাহলে তোমার গঠন ও গড়নের সুমহান কারিগরকে ভুলে, তোমার সৌন্দর্য-সুষমার সুনিপুণ শিল্পীকে ফেলে, কেন তুমি নিজেকে পরিবেশন করছো ওসব স্বার্থপর প্রবৃত্তিপূজারীর কাছে? তুমি কি পারো না তোমাকে নিবেদিত করতে সে বিধাতার ইবাদত-বন্দনায়? তুমি কি পারো না তোমাকে নিয়োজিত রাখতে সে দয়ালু দাতার উপাসনা আরাধনায়? তুমি কি পারো না তোমার সৌন্দর্য-সুষমা উৎসর্গ করতে আল্লাহকে-আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায়?

তোমার পরিবার হয় যদি মডার্ন-আধুনিক, সে সাথে তুমি হও যদি ছাত্রী স্কুল-কলেজের তাহলে তুমি আহা কেমন নিঃসঙ্গ একা! চলার পথে পা পিছলে গেলে ওঠাবার কেউ নেই। ঝড়-বাদলের সময়ে আশ্রয়ও হয়তো পাবে না কারো। বরং তুমি সোজাপথে চলতে চাইলে চলতে দেবে না বন্ধুবেশে ওত পেতে থাকা কতো রাক্ষস! মনযিলের দিকে চলতে দেখলে ছদ্মবেশে ফণা তুলে ধেয়ে আসবে বিষধর কতো সাপ!

কিন্তু প্রিয় বোন আমার, সকল প্রতিকূলতা তোমাকে কাটিয়ে উঠতেই হবে, কারণ তোমার ইপ্সিত লক্ষ্য যে আল্লাহ! সকল বাধা-প্রতিবন্ধকতা জয় করতেই হবে তোমাকে, কারণ তোমার প্রেমাস্পদ যে আল্লাহ!

হে বোন,

যে তুমি স্কুলে, কলেজে কিংবা ভার্সিটিতে

পড়ো, আহা, তোমার পরিবেশ যেনো আগুন।

ভস্মছাই করে ফেলবে যেনো সে আগুন তোমার ঈমান আমল। ছারখার করে ফেলবে যেনো সে আগুন তোমার আল্লাহভীতি ও বিশ্বাসের সম্পদ!

পথে পথে তোমার কতো রাহজান, দস্যু-ডাকাত! পদে পদে তোমার কী ভয়ানক বিপদ, বালা-মসিবত!

বোন ওহে, দুর্যোগ-দুঃসময়ের এই মুহূর্তে আল্লাহকে তোমার বড় দরকার। তাই মিনতি করে আল্লাহকে বলো। বলো। এবং বলো।

হে আল্লাহ, তোমার রহম-কৃপা ছাড়া আমরা তোমাকে কীভাবে কাছে পাবো? তোমার করুণাদৃষ্টি না পড়লে, তোমার করুণাশিশির বর্ষিত না হলে এ সাতসাগর আমরা কীভাবে পাড়ি দেবো? ওহে করুণাময়, তোমার রহম ও রহমতের কতো যে মুহতাজ আমরা! তোমার অনুগ্রহ অনুকম্পার কতো যে কাঙ্গাল আমরা! মাওলা, একটু... মাওলা, একটু তোমার করুণার হাতছানি যদি হতো! মাওলা, ভাগ্যাকাশে যদি উদিত হতো সৌভাগ্যের সিতারা! এ ধূসর হাহাকার-করা মরুভূমিতে বর্ষিত হতো যদি তোমার করুণাবৃষ্টি! আল্লাহ, সাথে থেকো। আল্লাহ, কাছে ডেকো।

আরেকটি কাজ কি দয়া করে একটু করবে? করবে বোন? বলো, করবে? মনের বিরোধিতা করার আপ্রাণ চেষ্টা করবে?

প্রিয় বোন, আল্লাহর জন্য যদি মনের কামনাবাসনা জলাঞ্জলি দিতে! আল্লাহর জন্য যদি মনের চাওয়া-পাওয়া কোরবান করে দিতে! মনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও না একবার। দেখো মন তোমার কথা শোনে কীভাবে বারবার।

দাঁড়াও। কেন ছুটছো ওদিকে? কেন ছুটছো ওসবের পেছনে? প্রিয় বোন, ওসব তো চোখের ধাঁধা। মরুভূমির মরীচিকা। ওখানে তুমি পাবে ক্ষণিকের আনন্দ । ভোগ করতে পারবে ক্ষণিকের স্বাধীনতা। আস্বাদন করতে পারবে ক্ষণিকের মজা ও স্বাদ। কিন্তু তাতে তুমি পাবে না মনের শান্তি ও আত্মার প্রশান্তি। তাতে তুমি পাবে না জীবনের নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা। তাতে তুমি পাবে না জীবন-যৌবনের মান ও সম্মান। তিনিই কি –যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন– সর্বাধিক অবগত নন তোমার সুখ দুঃখের বিষয়ে? তিনিই কি –যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন– সর্বাধিক জ্ঞাত নন তোমার অধঃগতি ও অগ্রগতির বিষয়ে? তিনিই কি সবচেয়ে ভালো জানেন না কিসে তোমার আনন্দ আহ্লাদ আর কিসে তোমার হাহাকার, বুকফাটা আর্তনাদ? তাহলে হে প্রিয় বোন, তাঁর পথনির্দেশনা আঁকড়ে ধরার মধ্যেই কি তোমার কামিয়াবি নয়? তাঁর আদেশ-নিষেধ মান্য করার মধ্যেই কি নয় তোমার সফলতা? তার নির্দেশিত পথে চলার মধ্যেই কি নয় তোমার উন্নতি ও অগ্রগতি?

কবে যে তোমার বোধোদয় হবে! কবে যে তুমি সম্বিত ফিরে পাবে!

কতো মহৎ তুমি! কতো ভাগ্যবতী তুমি! কারণ তুমি চাও আল্লাহকে পেতে। আল্লাহর পথে চলতে। কিন্তু তোমার এই চাওয়া বাস্তবতার মুখ দেখতে পায় না পরিবেশ পরিস্থিতি বিরূপ হওয়ায়। তোমার এই প্রত্যাশা তুমি পূর্ণ করতে পার না সমাজের ইসলাম বিমুখতায়। কিন্তু তুমি কি হে বোন, জান না সেখানে নেই সফলতার হাতছানি, যেখানে নেই সংগ্রাম-সাধনা?

এ পৃথিবী বড় কঠোর! এ পৃথিবী বড় নিষ্ঠুর! তুমি সবুজের গালিচায় বসে, মৃদুমন্দ বাতাসে প্রাণ জুড়িয়ে, সফলতার মুখ দেখবে না। কখনোই দেখবে না। সফলতা; সফলতা চেনেই শুধু সংগ্রাম-সাধনা। দেখো বোন, তুমি কি বিশ্ববিধাতার প্রিয়ভাজন হতে চাও, হতে চাও কি তুমি তাঁর আপনজন? হৃদয়ের কান দিয়ে তাহলে শুনে রাখো, যতদিন তুমি সংগ্রামের ময়দানে দুর্জয় সিপাহসালার না হবে ততদিন তুমি স্বপ্নেও এর স্বপ্ন দেখতে পারবে না। হে বোন, কল্পনার ডানায় ভর করে যারা ঘুরে বেড়ায় এবং কাঙ্ক্ষিত বিষয়কে চোখের সামনে দেখতে চায় সাধনার মাধ্যমে নয়– যাদুর চেরাগের মাধ্যমে– মনে রেখো, ওরা স্বপ্নের সোনার হরিণের দেখা কখনোই পায় না। কারণ প্রকৃতির শাশ্বত আহ্বানে সাড়া দেয়নি ওরা।
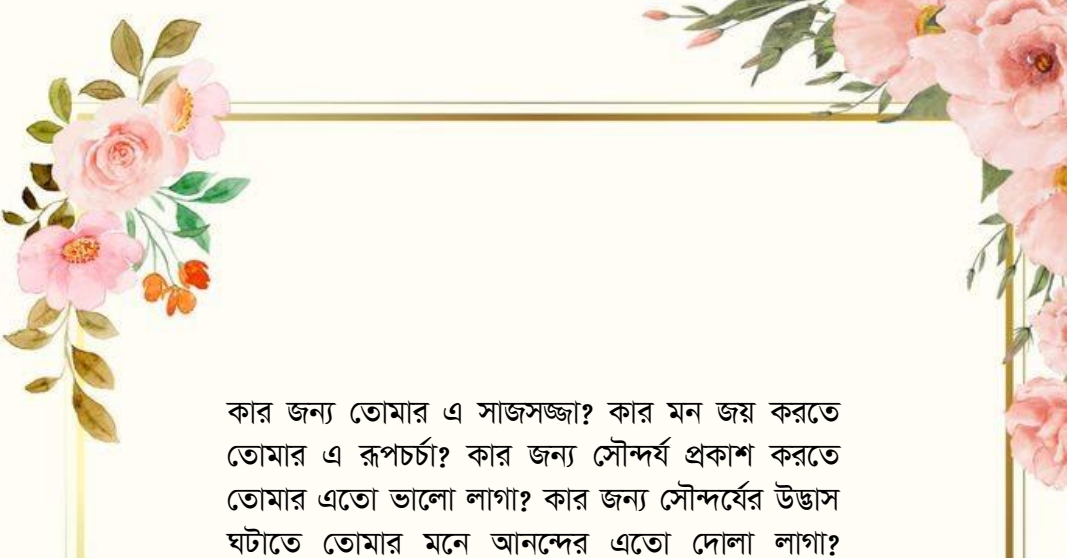
আচ্ছা বোন, বোরকা-নেকাব ছেড়ে, জমকালো দৃষ্টিনন্দন পোশাক পরে রাস্তায় বের হওয়ার মধ্যে তোমার কী লাভ? ইসলামী পোশাক পরিত্যাগ করে অনৈসলামিক পোশাক পরে হাঁটাচলা করার মধ্যে তোমার কী প্রাপ্তি? হ্যাঁ, তুমি অনেক কিছু পেয়ে থাকো।

তুমি কিছু মনপূজারী 'মহামানবে'র বিস্ফারিত নেত্রের 'পবিত্র' দৃষ্টিতে স্নাত হতে পারো! তুমি পথিক ও পর্যটকদের দেখাতে পারো তোমার রূপ-সৌন্দর্যের ঝলক! তৃপ্তি মেটাতে পারো প্রবৃত্তির! স্বাদ মেটাতে পারো মনের! আরো কত কী! কিন্তু কী হারিয়েছো তা কি তুমি জানো? তুমি আল্লাহকে হারিয়েছো। তুমি আল্লাহর রেযা ও সন্তুষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়েছো। তুমি আল্লাহর ক্রোধ ও গযবে নিপতিত হয়েছো। তুমি আল্লাহর সাজা ও শাস্তির উপযোগী হয়েছো। ধিক। শত ধিক তোমাকে। কী করবে তুমি এই জীবন দিয়ে? কী মূল্য আছে তোমার এই জীবনের?

হে আত্মভোলা, এ আনন্দ-ফূর্তির শেষ কি নেই? সময় যখন শেষ হয়ে যাবে এ আনন্দ ফূর্তির, চলে আসবে যখন পরোয়ানা মওতের তখন তোমার কী হাল হবে? তখন তোমার কী হাশর হবে!
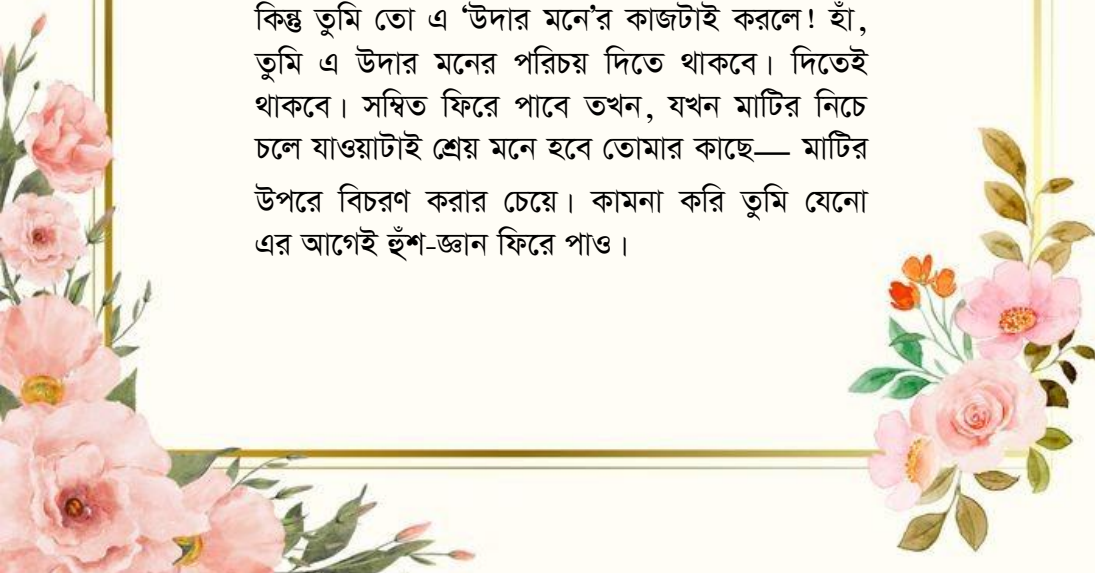
কার জন্য তোমার এ সাজসজ্জা? কার মন জয় করতে তোমার এ রূপচর্চা? কার জন্য সৌন্দর্য প্রকাশ করতে তোমার এতো ভালো লাগা? কার জন্য সৌন্দর্যের উদ্ভাস ঘটাতে তোমার মনে আনন্দের এতো দোলা লাগা? ওদের জন্যই তো! কিন্তু কারা ওরা?

ওরাই তারা, সময় সুযোগে যারা তোমার মান সম্ভ্রম এমনকি জান প্রাণ কেড়ে নিতেও এতটুকু কার্পণ্য করে না।

তার জন্য তোমার রূপের ঝলক ছড়ানো, সৌন্দর্য সুষমার আলোকচ্ছটার বিকিরণ ঘটানোর মানেই তো হলো তোমার পায়ে আঘাত করার জন্য তার হাতে তুমি কুড়াল তুলে দিলে!

আরে পাগলি, ডাকাতের সামনে স্বর্ণের মালিক স্বর্ণের ঝলক ছড়ায় কখনো?

কিন্তু তুমি তো এ 'উদার মনে'র কাজটাই করলে! হ্যাঁ, তুমি এ উদার মনের পরিচয় দিতে থাকবে। দিতেই থাকবে। সম্বিত ফিরে পাবে তখন, যখন মাটির নিচে চলে যাওয়াটাই শ্রেয় মনে হবে তোমার কাছে— মাটির উপরে বিচরণ করার চেয়ে। কামনা করি তুমি যেনো এর আগেই হুঁশ-জ্ঞান ফিরে পাও।
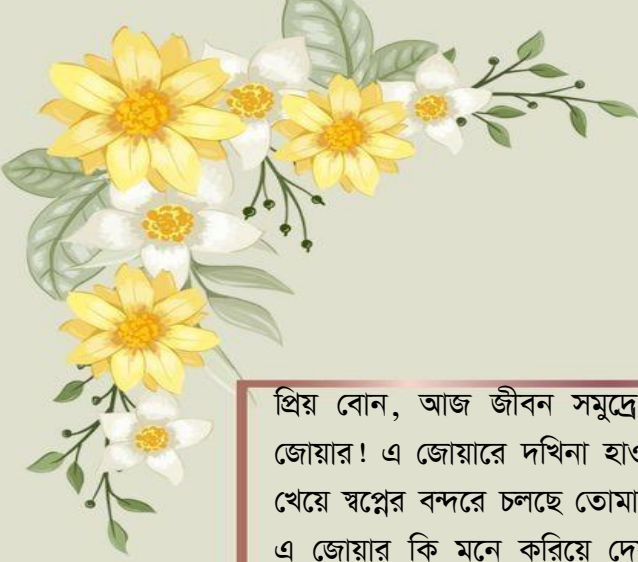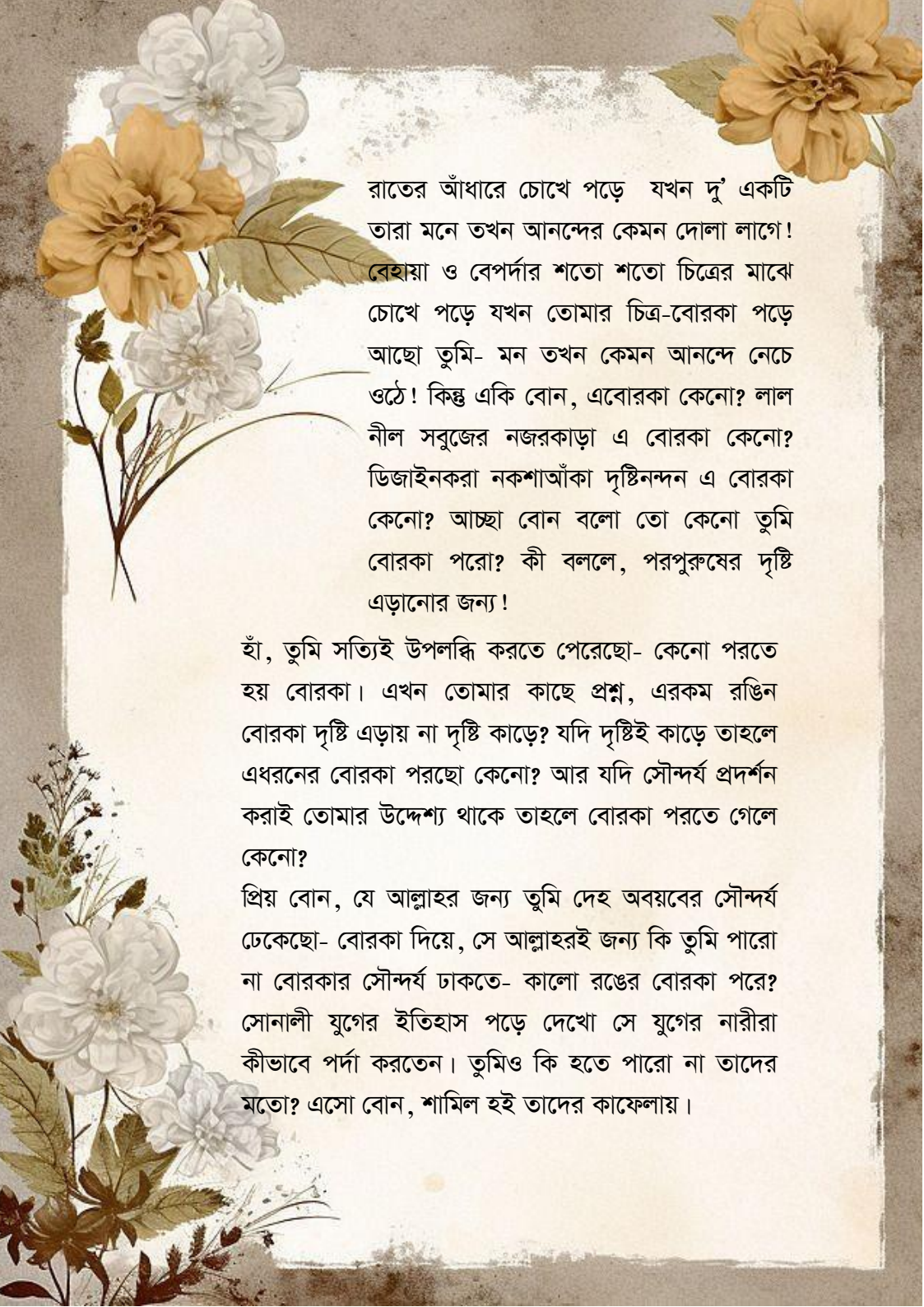
প্রিয় বোন, আজ জীবন সমুদ্রে তোমার কেমন উচ্ছল জোয়ার! এ জোয়ারে দখিনা হাওয়ায় কেমন দোল খেয়ে খেয়ে স্বপ্নের বন্দরে চলছে তোমার নাও। কিন্তু, যৌবনের এ জোয়ার কি মনে করিয়ে দেয় না তোমাকে তোমার যৌবনের নির্মম অবসান- যৌবন হারিয়ে তোমার জীবনেও আসবে ভাটার টান? তাহলে তোমার এ উদাসীনতা কেনো? কেনো তুমি এমন ভাবলেশহীন? তোমাকে দেখলে মনে হয় তোমার এ জোয়ারে আসবে না কখনো ভাটার টান! হারিয়ে যাবে না কখনো তোমার যৌবনের দীপ্তি উদ্ভাস! ভোরের রাঙা সূর্য কি উপহার দেয় না তোমাকে কোন বার্তা? ঝলসানো রোদ হারিয়ে দিনের শেষে কিভাবে তা হারিয়ে যায়? ফুটন্ত হাসনাহেনার ছড়ানো গন্ধ-সুবাসে কি নেই তোমার জন্য কোন বার্তা? কিভাবে তা একসময় সুবাস হারিয়ে ঝড়ে যায়? পূর্ণিমা রাতের স্নিগ্ধ আলো বহন করে না কি তোমার জন্য কোন শিক্ষা? কীভাবে তা বিলীন হয়ে যায়- ছেয়ে যায় ধরণী কেমনন ঘুটঘুটে আঁধারে?
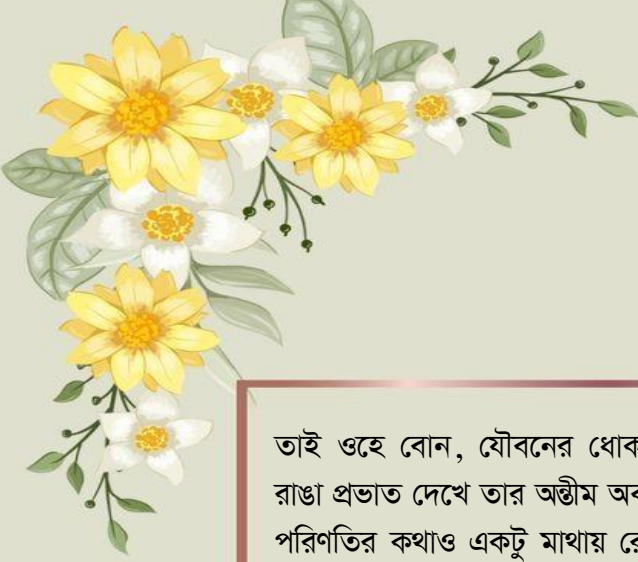
তাই ওহে বোন, যৌবনের ধোকায় পড়ো না। জীবনের রাঙা প্রভাত দেখে তার অন্তীম অবসানকে ভুলে যেয়ো না। পরিণতির কথাও একটু মাথায় রেখো। অদেখা হে বোন, রাখবে কি একটি অনুরোধ! কল্পনার চোখে তুমি কতো কিছুই না দেখো–কল্পনার চোখে দেখতে কি পারো না তুমি– তোমার ওপারের জীবন? যৌবন তোমার হারিয়ে যাবে। হারিয়ে যাবে তুমি একসময় এপৃথিবীর বুক থেকে। তখন তোমার কী হাল হবে? কী দশা হবে তখন তোমার?

খেয়াল রেখো বোন, তছনছ যেনো করে না দেয় যৌবনের এ জোয়ার তোমার ওপারের স্বপ্নের বাগান! চুরমার যেনো করে না দেয় যৌবনের এ বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালা তোমার ওপারের স্বপ্নের নীড়! আহা, একটু কষ্ট করোই না। কষ্ট ছাড়া কে কখন পৌঁছেছে স্বপ্নের ঠিকানায়?
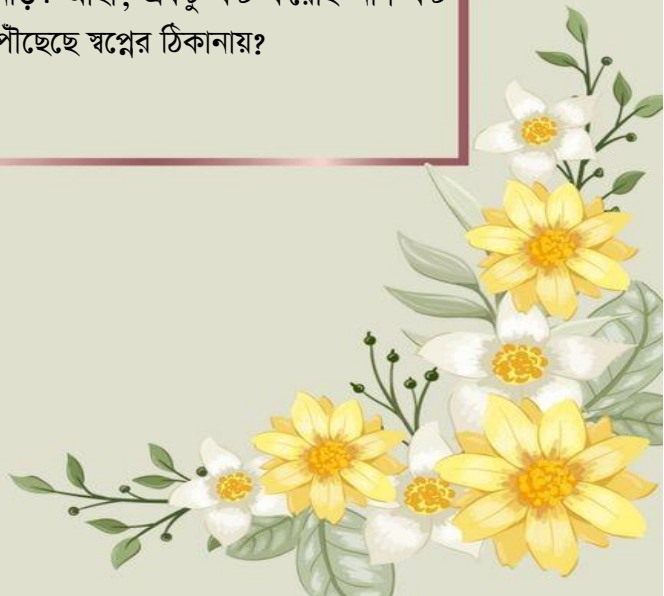
রাতের আঁধারে চোখে পড়ে যখন দু' একটি তারা মনে তখন আনন্দের কেমন দোলা লাগে! বেহায়া ও বেপর্দার শতো শতো চিত্রের মাঝে চোখে পড়ে যখন তোমার চিত্র-বোরকা পড়ে আছো তুমি- মন তখন কেমন আনন্দে নেচে ওঠে! কিন্তু একি বোন, এবোরকা কেনো? লাল নীল সবুজের নজরকাড়া এ বোরকা কেনো? ডিজাইনকরা নকশাআঁকা দৃষ্টিনন্দন এ বোরকা কেনো? আচ্ছা বোন বলো তো কেনো তুমি বোরকা পরো? কী বললে, পরপুরুষের দৃষ্টি এড়ানোর জন্য!

হাঁ, তুমি সত্যিই উপলব্ধি করতে পেরেছো- কেনো পরতে হয় বোরকা। এখন তোমার কাছে প্রশ্ন, এরকম রঙিন বোরকা দৃষ্টি এড়ায় না দৃষ্টি কাড়ে? যদি দৃষ্টিই কাড়ে তাহলে এধরনের বোরকা পরছো কেনো? আর যদি সৌন্দর্য প্রদর্শন করাই তোমার উদ্দেশ্য থাকে তাহলে বোরকা পরতে গেলে কেনো?

প্রিয় বোন, যে আল্লাহর জন্য তুমি দেহ অবয়বের সৌন্দর্য ঢেকেছো- বোরকা দিয়ে, সে আল্লাহরই জন্য কি তুমি পারো না বোরকার সৌন্দর্য ঢাকতে- কালো রঙের বোরকা পরে? সোনালী যুগের ইতিহাস পড়ে দেখো সে যুগের নারীরা কীভাবে পর্দা করতেন। তুমিও কি হতে পারো না তাদের মতো? এসো বোন, শামিল হই তাদের কাফেলায়।

তোমাদের যখন বলি হে বোন, পর্দা-হিজাবের কথা। তোমাদের যখন শোনাই আল্লাহ ও তাঁর রাসুলর বাণী। কেউ কেউ তখন বলে ওঠে, কই ওরা তো হিজাব পালন করে না। কই ওরা সবাই তো হিজাব ছাড়া বাহিরে বের হয়, তাই আমি পর্দা করলে, বোরকা পরলে লোকেরা কী বলবে?

পৃথিবীতে সৌভাগ্য জোটে কজনের ভাগ্যে বলো! কজনের ললাটে চুম্বন করে সফলতা? পৃথিবীতে সত্যের দেখা পায় কজন? কজন বেরিয়ে আসতে পারে মিথ্যার আঁধার থেকে? পৃথিবীতে হতভাগ্যের সংখ্যাই বেশী। মিথ্যাচারীদের দলই ভারী। তাই তাদের সংখ্যা ও শক্তি যেনো তোমাকে ধাঁধায় ফেলে না দেয়। তোমাকে মোহগ্রস্ত যেনো না করে তাদের বাহ্যিক চাকচিক্য ও জাঁকজমক।

দেখো, আমি তাই সবাইকে বলছি না- বলছি তোমাকে। সবাই কখনোই সুখ শান্তির বাগানে বাঁধতে পারবে না স্বপ্নে নীড়। কিন্তু আমি আশাবাদী- তুমি পারবে। তুমি পৌঁছতে পারবে তোমার প্রভুর কাছে। তুমি অবগাহন করতে পারবে সুখের সরোবরে জান্নাতে গিয়ে। তুমি বাঁচতে পারবে জাহান্নামের ভয়ানক বিভীষিকা থেকে। হে পথিক, এজন্য দুর্লঙ্ঘ্য বাধা ও বন্ধুর পথ তোমাকে যে অতিক্রম করতেই হবে! প্রবৃত্তির কামনা বাসনা, মনের অবৈধ ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা যে বিসর্জন দিতেই হবে তোমাকে! সমাজ ও পরিবেশের মায়াজাল যে করতে হবে তোমাকে ছিন্ন! পারবে? বলো না একবার—আমি পারবো!

সমাপ্ত
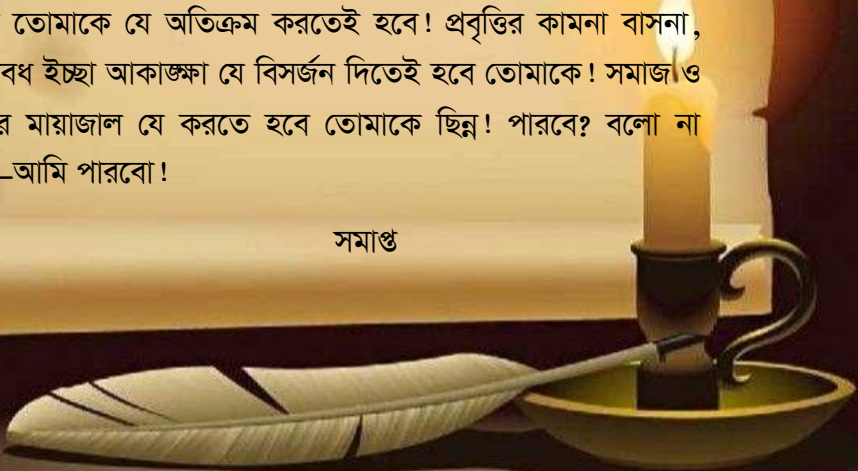
‘এবং নিজ প্রতিপালকের পক্ষ হতে মাগফিরাত ও সেই জান্নাত লাভের জন্য একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হও, যার প্রশস্ততা এ পরিমাণ যে, তার মধ্যে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী ধরে যাবে। তা মুত্তাকিদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।’

সুরা আলু ইমারান, আয়াত : ১৩৩
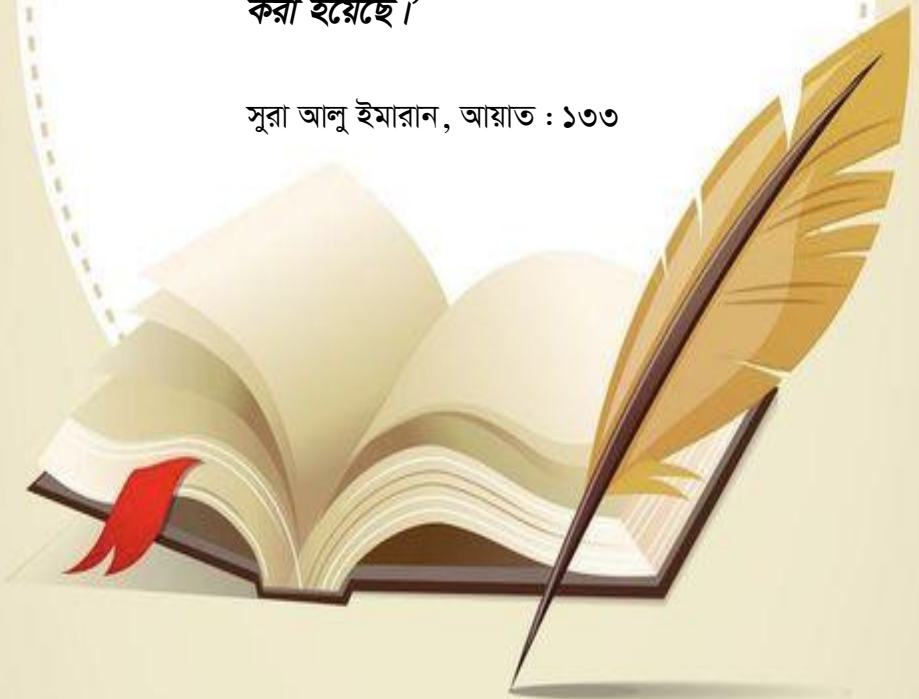
‘যারা ইমান এনেছে,
তাদের জন্য কি এখনও
সেই সময় আসেনি যে,
আল্লাহর স্মরণে এবং যে
সত্য অবতীর্ণ হয়েছে তাতে
তাদের অন্তর বিগলিত
হবে?’
সুরা হাদিদ, আয়াত : ১৬

*‘ভালোভাবে বুঝে নাও,
পার্থিব জীবনের স্বরূপ তো
এই যে, তা কেবল
খেলাধুলা, বাহ্যিক
সাজসজ্জা, তোমাদের
পারস্পরিক অহংকার প্রদর্শন
এবং ধন-সম্পদ ও সন্তান-
সন্ততিতে একে অন্যের
উপরে থাকার
প্রতিযোগিতারই নাম।’*

সুরা হাদিদ, আয়াত : ২০

খ্রিস্টধর্ম ও নাস্তিক্যবাদঃ টার্গেট বাংলাদেশ

কে আছ জোয়ান, হও আগুয়ান

হাজার বছর ধরে মুসলমান শাসকগণ ছিল পৃথিবীর অপরাজেয় শক্তি। তাবৎ রাজা-মহারাজা তাদের 'সালাম' দিয়ে চলত। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, আজকের আমেরিকাও একসময় উসমানী সাম্রাজ্যেকে 'বস' মানতো। কিন্তু মুসলমানদের ইসলামবিমুখোতায় এবং অসতর্কতা ও অসাবধানতায় তারা আজ অমুসলিম শক্তিগুলোর অনুগত। তাদের সরকার তো মুসলমান, কিন্তু সে কেবল রাষ্টযন্ত্রের ইঞ্জিনিয়ার, ইসলাম বিষয়ে তার ভাব ও ভাবনা 'ডোন্ট কেয়ার'। এই সুযোগে, ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা মুসলমানদের 'বিধর্মী' বানাতে সক্রীয়, আর নাস্তিক্যবাদী শিবিরগুলো তাদের 'অধর্মী' বানাতে বদ্ধপরিকর।

তাই তো বাংলাদেশের মতো তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে মুসলমানদের খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরের হার হু হু করে বাড়ছে। আর বস্তুবাদী ও নাস্তিক্যবাদী মতবাদসমূহ তো পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমেই কোটি কোটি কোটি মুসলমনাদের মনমগজে অনুপ্রবেশ করছে।

বাংলাদেশে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তর

খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকদের ভিতরকার খবর হল, বাংলাদেশে খ্রিস্টবিশ্বাসীর সংখ্যা দেড়কোটির বেশি। ২০১০ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে প্রতিদিন গড়ে ৪২ জন মুসলমানকে খ্রিস্টান বানানো হয়েছে। মার্চ, ২০১৭ সাল নাগাদ মাত্র এক বছরের মধ্যে ২০ হাজার মুসলমানকে খ্রিস্টান বানানো হয়েছে। এই বারো মাসের মধ্যে প্রতিদিন ৫৫ জন মুসলমানকে খ্রিস্টান বানানো হয়েছে। উপজাতিদের কথা কী আর বলবো, প্রায় পঞ্চাশটি উপজাতি রয়েছে বাংলাদেশে। তাদের সবার উপর খ্রিস্টান ধর্মান্তরের থাবা পড়েছে। হাতে-গণা মুষ্টিমেয় আদিবাসীর এখন খ্রিস্টান হওয়া বাকি মাত্র। বাঙালিকে খ্রিস্টান বানানোর এই বন্যা প্রবলতর হচ্ছে। ফলে খ্রিস্টান মিশনারীরা তাদের জীবদ্দশাতেই বাংলাদেশকে খ্রিস্টানরাজ্য হিসাবে দেখে যেতে আশাবাদী। এই লক্ষ্যে হাজার হাজার মিশনারী কাজ করছে। খ্রিস্টবিশ্বাস সংবলিত লাখ লাখ বইপুস্তক ফ্রি বিতরণ করা হচ্ছে। ১৩ হাজার থেকে ১৭ হাজার বিদেশী এনজিও মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ঢালছে।

বাংলাদেশে নাস্তিক্যবাদ

একসময় বাংলাদেশে নাস্তিকতা ছিল গুটিকতক নাস্তিকের মাথায় ও তাদের বইয়ের পাতায়। কিন্তু আজ মুসলমানদের ঈমানের কী হাল, বাংলাদেশে প্রায় ২০ পার্সেন্ট লোক নাকি নাস্তিক! তদুপরি নাস্তিকতা এখন শিক্ষাসিলেবাসের সুবাধে পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে প্রতিটি মুসলমানের বাসায় বাসায়! আল্লাহ সবাইকে রক্ষা করুন। এক শক্তিশালী অন্ধকার জগতের ছত্রচ্ছায়ায় বাংলার মুসলমানদের ঈমান আজ হুমকির মুখে।

খ্রিস্টবাদ ও নাস্তিক্যবাদ প্রতিরোধে আমার আপনার করণীয়

প্রিয় ভাই ও বোন, মুসলমানদের খ্রিস্টান মিশনারীদের বিষাক্ত ছোবল থেকে রক্ষা করতে এবং নাস্তিকতার ভয়াল থাবা থেকে তাদের বাঁচাতে ভাবতে হবে তোমাকে। শুধু নিজেকে নিয়েই ভাবলে চলবে, ভাবতে হবে না 'অপর'কে নিয়ে? যারা মুসলমান নয়, তাদের কাছে কি পৌঁছাতে হবে না ইসলামের পয়গাম? ইসলামের এই দুর্দিনে তোমাকে ধরতে হবে হাল। তুলতে হবে পাল। মুসলমান যেনো 'বিশ্বাসে' মুসলমান থাকে, এবং অমুসলিমেরা ইসলামের শান্তি ও মুক্তির বাণী শুনতে পারে—এলক্ষ্যে তোমাকেই এগিয়ে আসতে হবে। তুমি উঠে এসো, তুমি উঠে এসো মাঝি মাল্লার দলে, দেখবে আবার কিশতি তোমার ভাসছে সাগর জলে। পরামর্শ দিয়ে, সমর্থন দিয়ে, ক্ষমতা ও পাওয়ার দিয়ে, অর্থবিত্ত দিয়ে—যার যা সামর্থ্য আছে, সে তা নিয়েই ইসলাম প্রচারে এগিয়ে আসুক। প্রতিটি মুসলমানের জীবনের লক্ষ্যসমূহের মধ্যে একটা লক্ষ্য যেন থাকে ইসলাম প্রচার।

ঝোপ-জঙ্গলের মাঝে তুমি একটি ফুল। ফুলের সুবাসে সুরভিত কর, মোহিত কর চারপাশ। বিশাল আকাশের অন্ধকারের মাঝে তুমি একটি নক্ষত্র, নক্ষত্রের আলোয় উদ্ভাসিত কর-দূর কর নিকষ কালো আঁধার। ভোরের শিশির হয়ে, চাঁদের জোছনা হয়ে, প্রভাতের রাঙা সূর্য হয়ে বিশ্বমানবতার কাছে পৌঁছে যাও। জানিয়ে দাও তাদের শান্তির দূত, মুক্তির দিশারী হযরত মুহাম্মদের পয়গাম।

আল্লাহ ফর অল

আল্লাহ সবার, সবাই আল্লাহর

একজন মানুষের সবচেয়ে আপনজন কে? আল্লাহ। একজন মানুষের সবচেয়ে প্রিয়জন কে? আল্লাহ। প্রতিটি মানুষের মুক্তি কীসে? মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ-পূর্বক আল্লাহকে চেনার মধ্যে এবং আল্লাহকে মানার মধ্যে। কিন্তু বিলিয়ন বিলিয় মানুষ রয়ে গেছে, যারা আল্লাহকে জানে না, প্রিয় নবি মুহাম্মদকে চেনে না।

চলুন না, মানুষকে ভালবাসি। তাদের কল্যাণে এগিয়ে আসি। তাদের আল্লাহকে চেনার ব্যবস্থা করি। মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর করুণা-শিশিরে তাদের সিক্ত করি। আল্লাহকে চেনার ও মানার এবং মুহাম্মদকে অনুসরণ করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তাদের সামনে তুলে ধরি।

এই আয়োজন ও প্রয়োজন থেকেই জন্ম *'আল্লাহ ফর অল'*-এর। আমাদের ভিশন একটাই, 'আল্লাহ সবার, সবাই আল্লাহর'। আর এই ভিশন বাস্তবায়নের জন্য আমরা নেমেছি বহুমুখী দাওয়াতি মিশনে।

এই দাওয়াতি মিশনের অন্যতম একটি কাজ হল, গরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় বিভিন্ন বিভাগ ও জেলা ভিত্তিক *'আল্লাহ ফর অল'*-এর সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা। আর এই সেন্টার থেকে এর আওতাধীন অঞ্চলসমূহে ঈমানের আলো বিস্তার করা।

আলহামদুলিল্লাহ, এই লক্ষ্যে বরিশাল বিভাগের ভোলা জেলার অন্তর্গত লালমোহন থানায় 'আল্লাহ ফর অল'-এর একটি সেন্টার প্রতিষ্ঠার কাজ চলমান।

প্রিয় ভাই-বোনেরা, আসুন মিলেমিশে এই কাজ সম্পন্ন করি। সবাই যেনো আল্লাহর হয়ে যায়-এলক্ষ্যে একে অন্যের সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতায় এগিয়ে আসি। ইহকালীন ও পরকালীন জীবন সমৃদ্ধির এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নৈকট্য লাভের একটি সুবর্ণ সুযোগ এটি। ১ টাকা থেকে শুরু করে আল্লাহর জন্য খরচ করার নিয়তে এই কাজে অংশগ্রহণ করি। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন। আমিন!

যোগাযোগ: শায়খ ইলিয়াছ রিফাঈ
০১৭৮৪-২০৭২৬১, (বিকাশ, নগদ, রকেট পারসোনাল)
ই-মেইল: elyasrefaye@gmail.com

নির্মাণাধীন
'আল্লাহ ফর অল'
সেন্টার
উত্তর পশ্চিম পাশ
থেকে ধারণ করা

নির্মাণাধীন
'আল্লাহ ফর অল'
সেন্টার
উত্তর পূর্ব পাশ
থেকে ধারণ করা